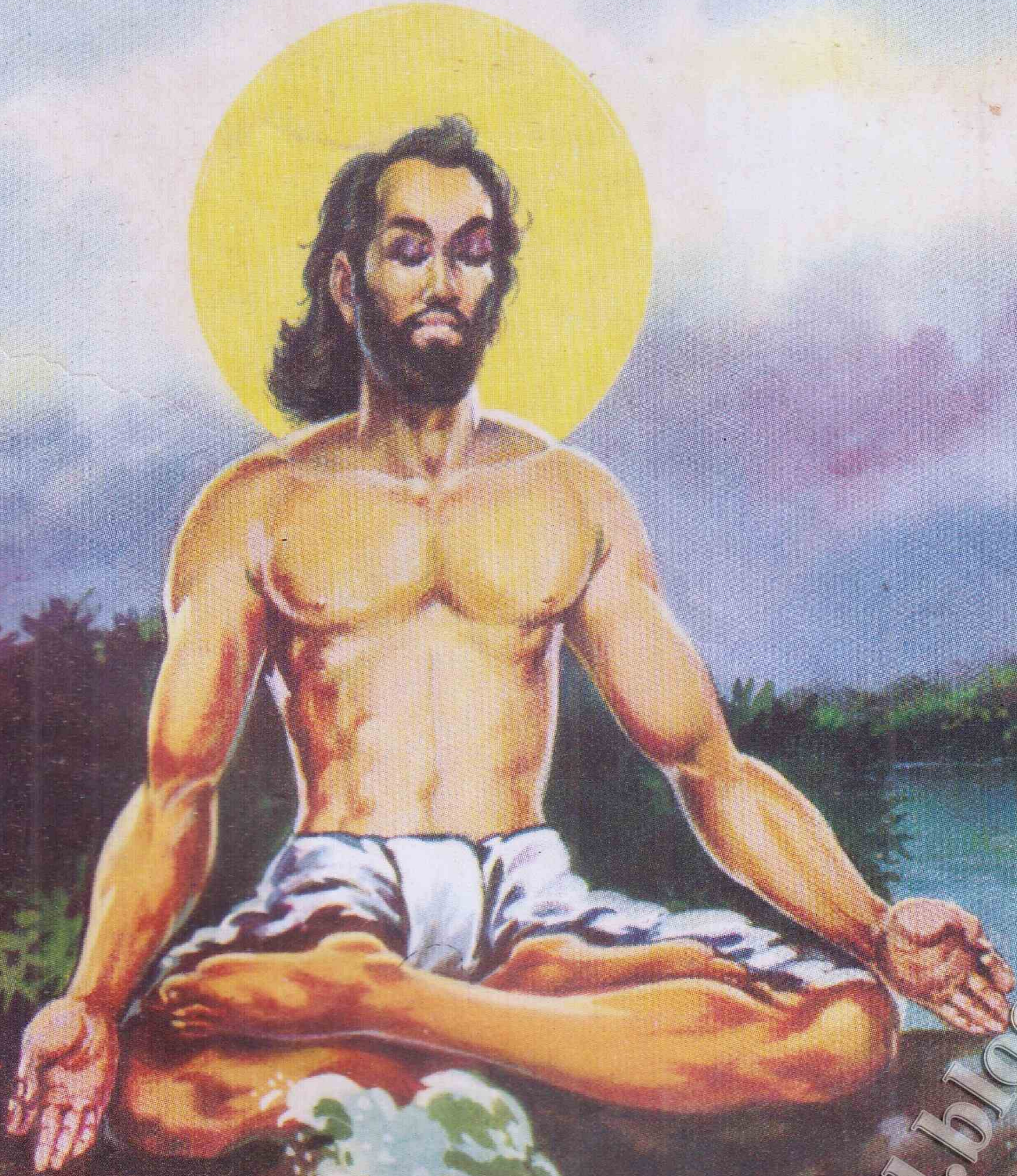




# ଓଡ଼ିଆ ବାସନ୍ତରାଜ

ନଂ 350 ଟା. 4/-



[IndiraAnandRajal.blogspot.in](http://IndiraAnandRajal.blogspot.in)

KAMESH  
KUMAR



# অমর চিত্রকথা

সংখ্যা ৩৬০/১ ফেব্রুয়ারি ১৯৮৬

সম্পাদক

অনন্ত পাই

সহযোগী সম্পাদক

কমলা চন্দ্রকান্ত / সুস্বারাও

চিত্র শিল্পী

জোহেন রায়

গৃহাবধায়ক

জোবিন্দ কোঠয়ালী

প্রকাশক

এইচ. জি. মিরচান্দানী

আই. বি. এইচ পাবলিশার্স

প্রাইভেট লিঃ সঃ, মহালক্ষ্মী

চেম্বার্স ২২ ভোলাভাই দেশাই

রোড, বোম্বে ৪০০০২৬ এবং

৩৫-কর্তৃক আই বি এইচ

স্প্রিণ্টার্স, গ্লোরোল নাকা,

মথুরাদাস ডিমানজী রোড,

বোম্বে ৪০০০৬৯ থেকে পুত্রিত

© আই বি এইচ পাবলিশার্স

প্রাঃ লিঃ বোম্বে ৪০০০২৬

কর্তৃক প্রবন্ধ স্ব সংরক্ষিত।

কথা ও কাহিনী

গায়শীমদন দত্ত

অনুবাদ

নির্মলচন্দ্র দত্ত

বর্ণালিপি

দেবব্রত ঘোষ

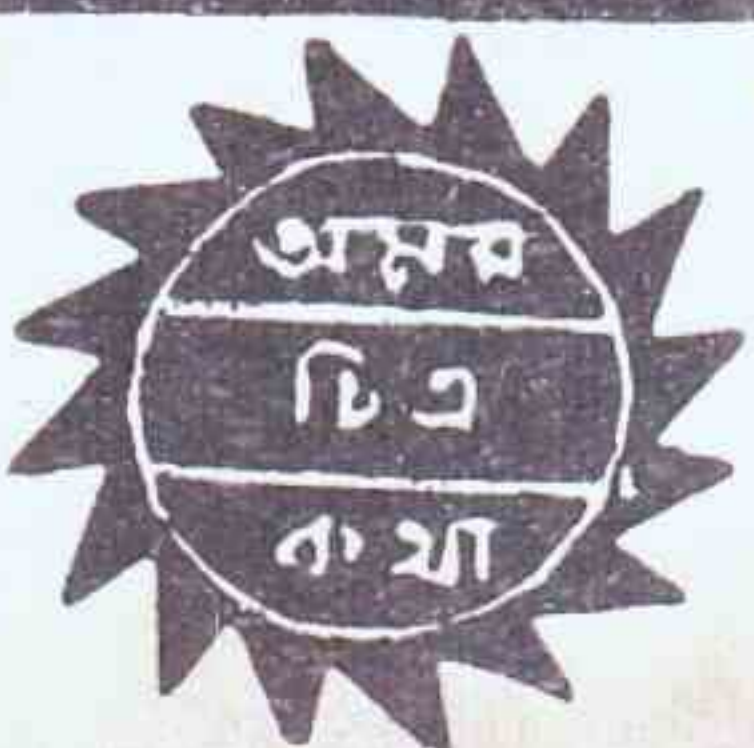
একমাত্র পরিবেশক

উচ্চারণ

২/১ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট

কলকাতা ৭০০০৭৩

চিত্রকথা কেনার সময়  
নিচের প্রতীকটি দেখে  
নিশ্চিত হয়ে নেবেন



# গুরু রবিদাস

বাণেশ্বরী কাছে মণ্ডুখাড়িহ গ্রামে  
এক মুচি পরিবারে জন্ম গুরু রবিদাসের  
(১৪৬০-১৬৪০ খ্রীঃ)। বইদাস, বোহিদাস,  
বুইদাস নামেও তিনি পরিচিত।

রবিদাসের জীবন সম্পর্কে নির্ভরযোগ্য  
সূত্রে তেমন কিছু জানা যায় না। এই  
জন্ম কবির যে শৈশব-সাম্রাজ্যকার  
ঘটেছিল, অক্ষয় হলও তার স্থিতি  
আছে তাঁর অমর পদাবলীতে। জ্ঞানা  
যায় কবীর, নানক, ধনু ও ঘীবা ছিলেন  
তাঁর সমসাময়িক। তখন গুরু নানক  
বৃদ্ধ রবিদাসকে শ্রদ্ধা জানাতেন এমতিলেন।

রবিদাসের দর্শন ছিল সে-সময়কার নানান  
ধর্মমত ও পথের মিশ্রণ। তাঁর অনুগামীদের  
তিনি শ্রেণীহীন সমাজ গঠন সতর্ক থাকত  
বলতেন।

পার্থিব আরাগ-আয়েজে বীতম্বুহ  
রবিদাস কিন্তু পার্থিব কর্তব্য অবহেলা  
করতেন না। আর দশজন সার্থুসদের  
মত ভিক্ষাপ্রার্থী ছিলেন না তিনি  
উদ্বাসের সংজ্ঞান করতেন নিজ হাত  
জুতো সেলাই করে।

বর্তমান চিত্রকথাটি তাঁরই ষষ্ঠি  
পদাবলী অনুসরণে রচিত।

এখন ৩০০-এরও বেশি  
অমর চিত্রকথা পাওয়া যায়।

৩৫০/১/৮৬



# শুক্ৰ বাবদাজ

প্রতিদিন সকালে এক উক্ত-দম্ভটি  
সঙ্গে পূজ্ঞান করতে আসত এবং  
তারা একটাই প্রার্থনা করত।

হে মহাকৃষ্ণিধর সূর্য,  
আমাদের একটি  
জন্তন দাও।

হে মহিমময় বৃষি,\*  
আমরা যেন একটি  
জন্তন লাভ করি।

আমাদের  
ইচ্ছা পূর্ণ  
হবে।

জ্ঞানদন স্বামী...

আনন্দ করে, শীঘ্ৰে  
আমরা একটি পুত্রজন্তন  
লাভ করবো।

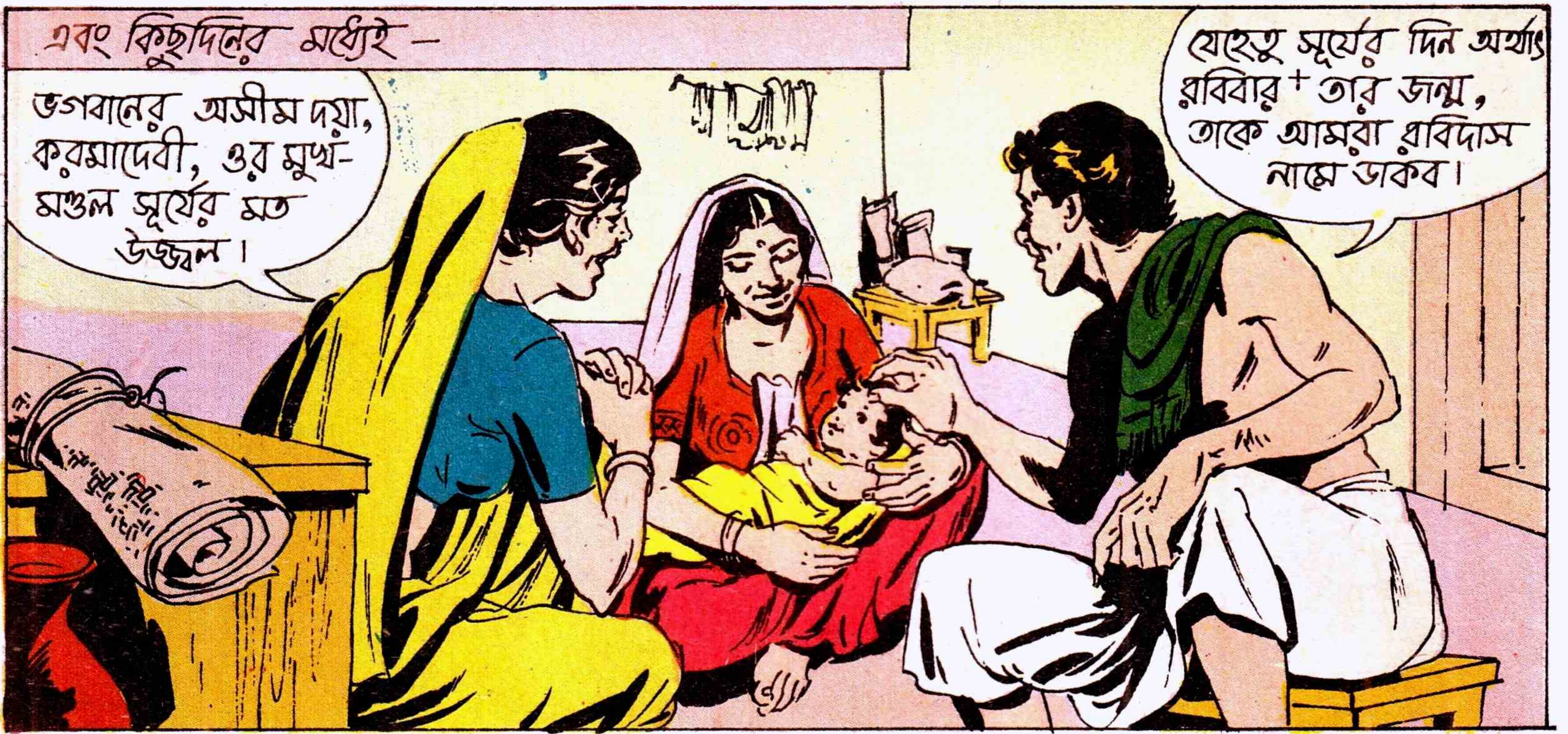
\* সূর্য দেবতার অপর নাম।



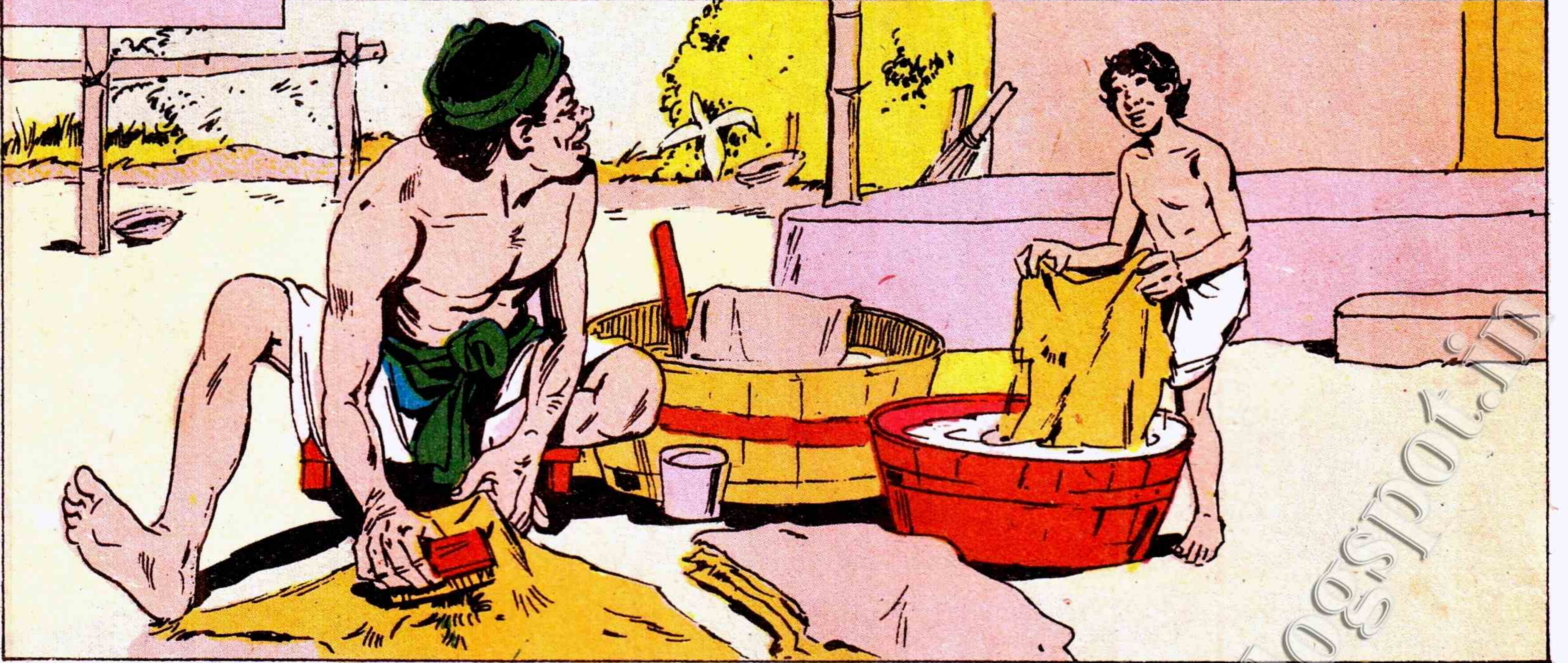
এবং কিছুদিনের মধ্যেই -

উগবানের অসীম দয়া,  
কুব্জাদেবী, ওর মুখ-  
মণ্ডল সূর্যের মত  
উজ্জ্বল।

যেহেতু সূর্যের দিন অর্থাৎ  
ধুব্বিয়ার + তার জন্ম,  
তাকে আমরা ধুব্বিদাস  
নামে ডাকব।



কিন্তু ধুব্বিদাস বড় হতে লাগল এবং বাবা বাঘব চামারকে কাজে সাহায্য করতে লাগল।



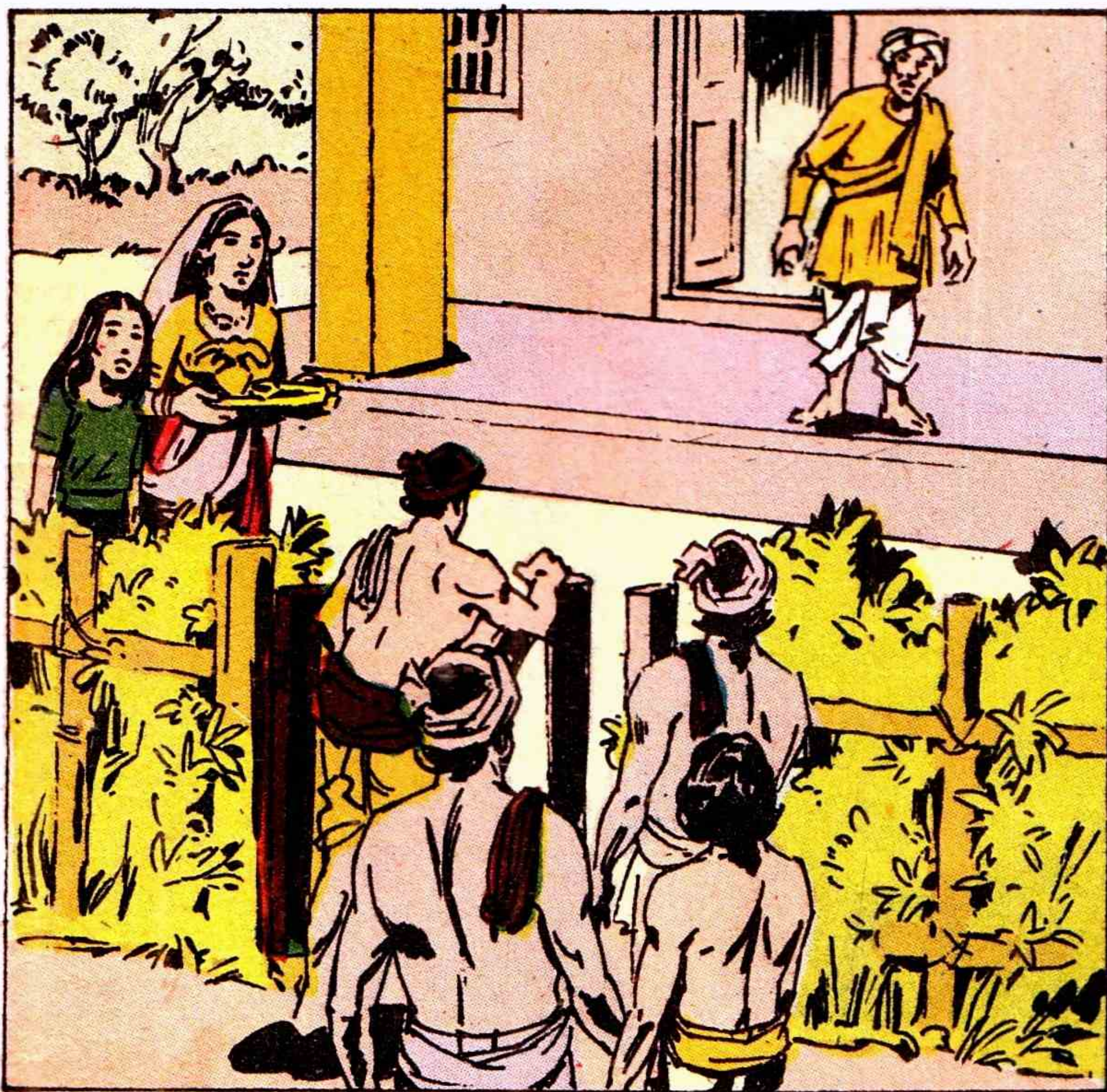
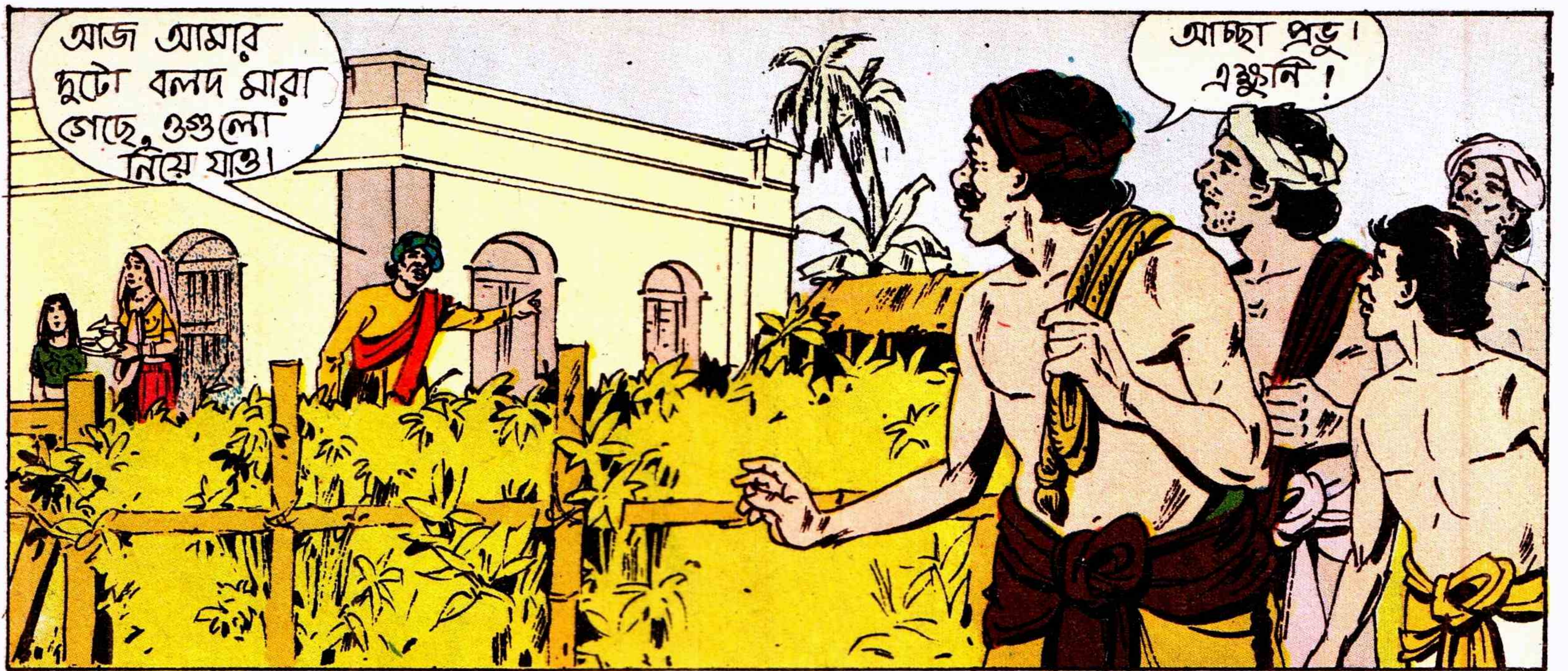
কিছুদিন পর পর ধুব্বিদাস তার আশ্রয় ও বন্ধুদের সাথে নিকটবর্তী বাগানসী সাহরে যেত। একদিন -

ওহে শুনছে, ওহে ভেম্বা.  
চামাবুবা \*

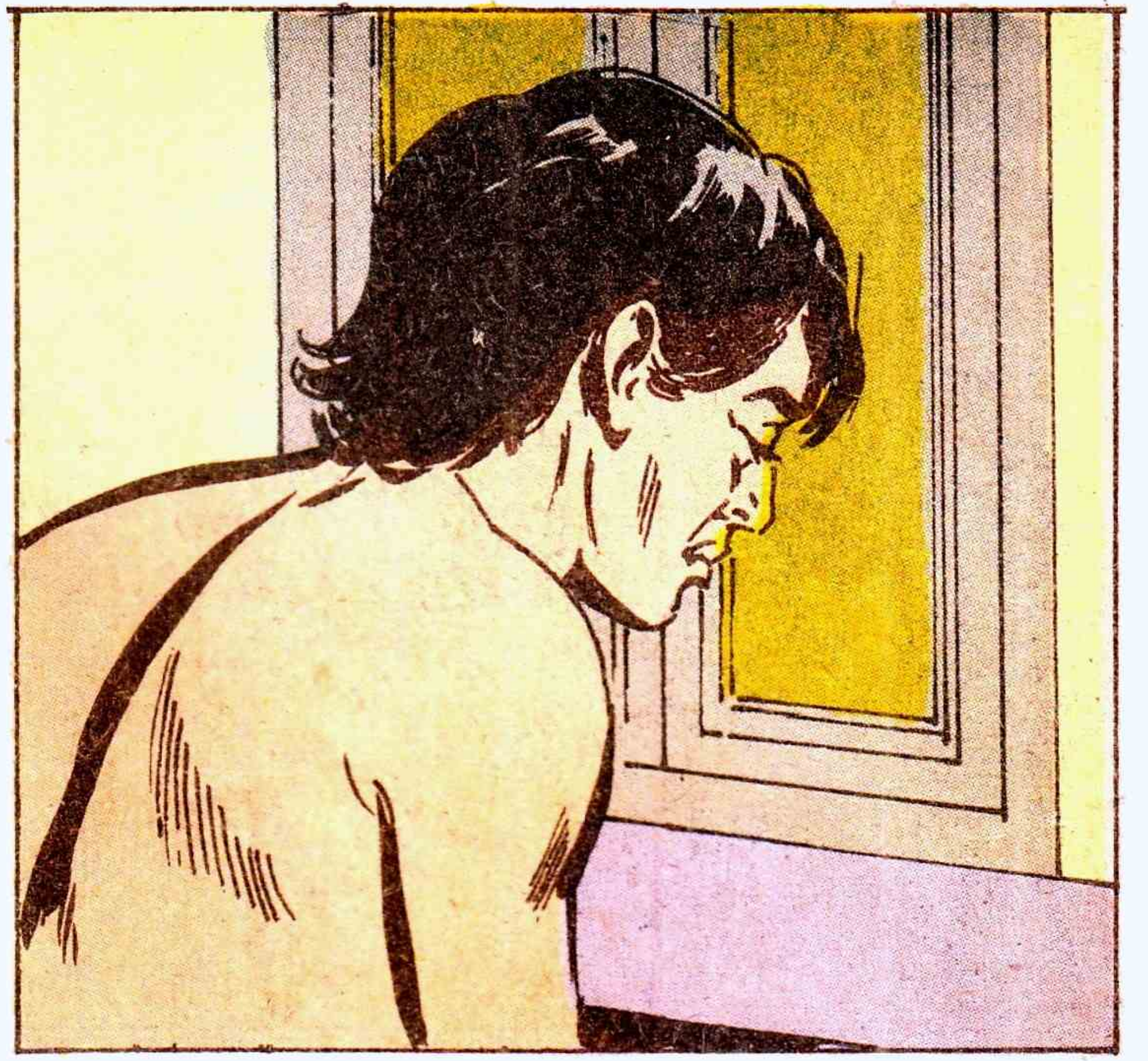
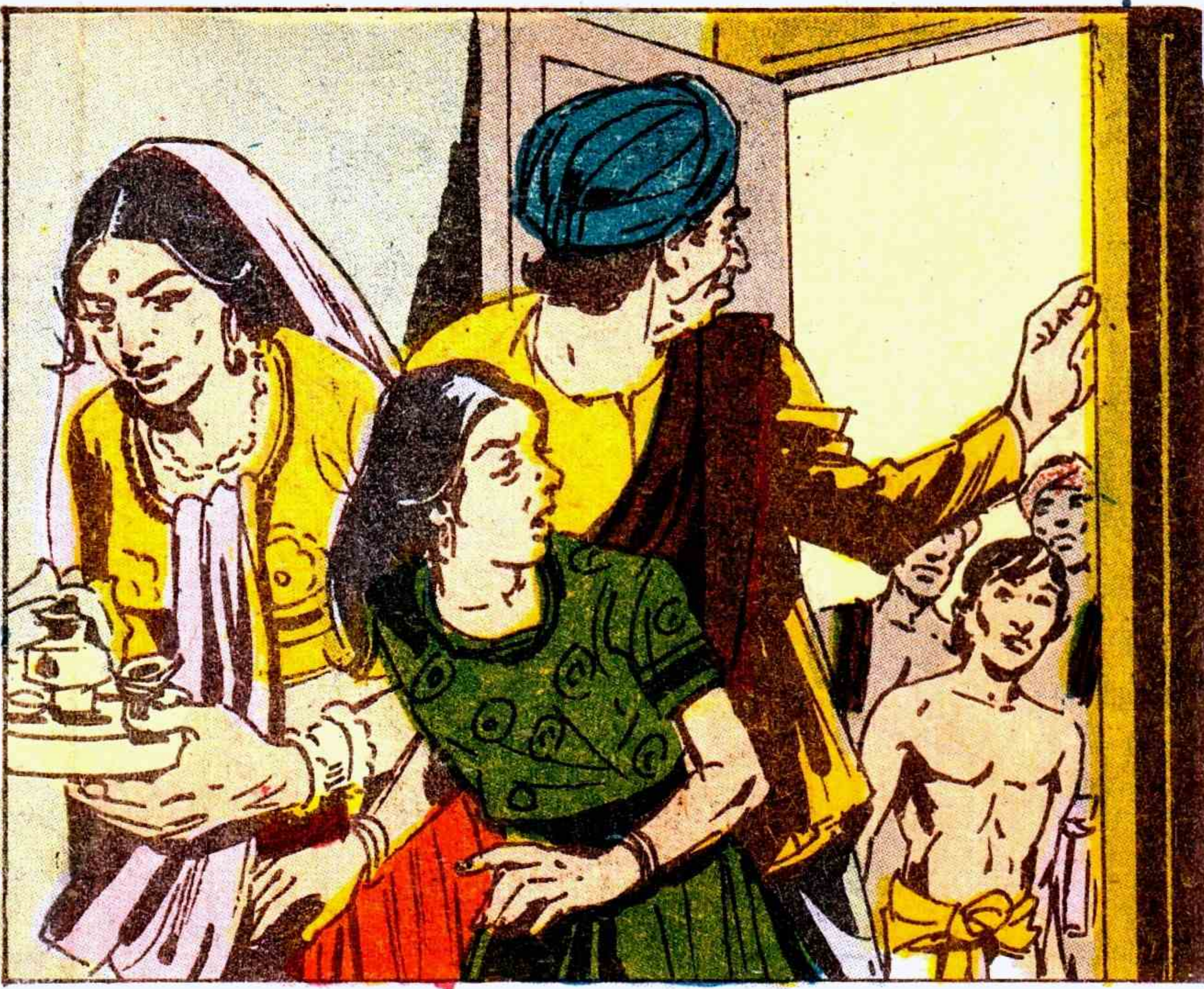


+ ধুব্বিয়ার \* ছুটি









সেই সময় আর এক চামার এল !

বৎস, আমরা এই বলদগুলো  
নিচ্ছি। তুমি নগরদ্বারে যাও  
সেখানে একটি বাছুর মরে  
আছে। ওটা তোমার  
নেওয়া সহজ হবে।



ববিদাস, তুমি  
আমার কথা  
কেন্দ্র ?



আ... কি? তুমি কি বললে?

তোমার  
কি হয়েছে?

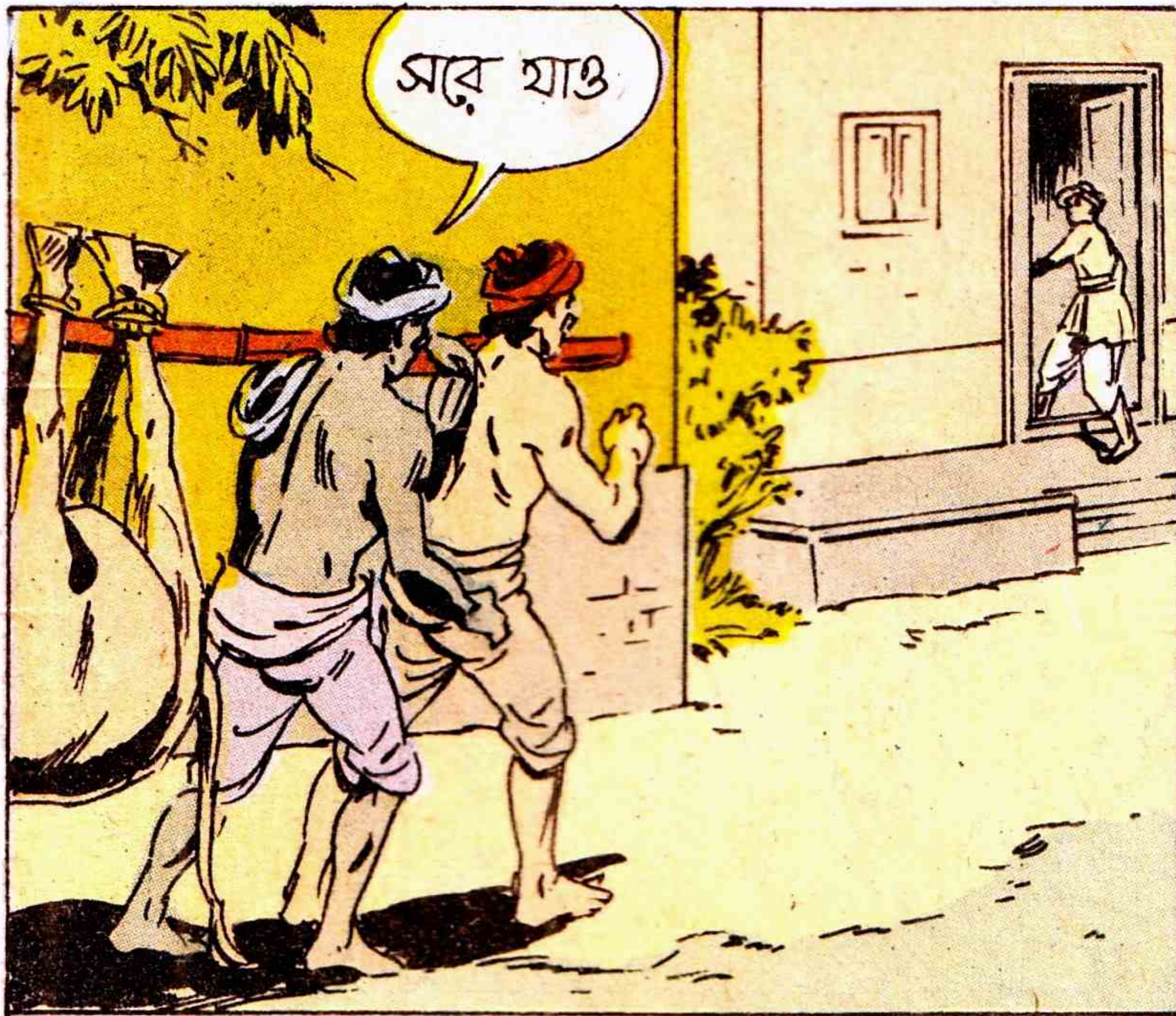
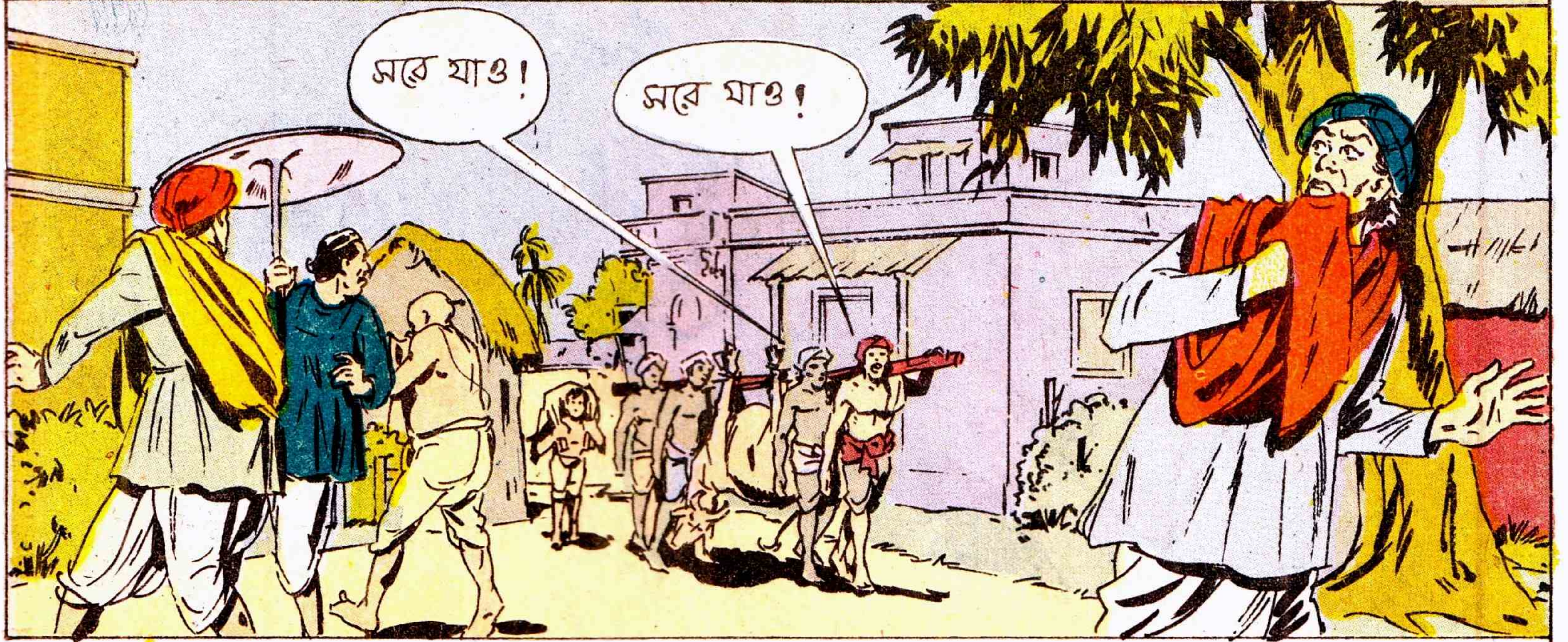


না- কিছু না

তাহলে কেউ বাছুরটাকে  
নেবার আগে নগরদ্বারে  
ছুটে যাও।



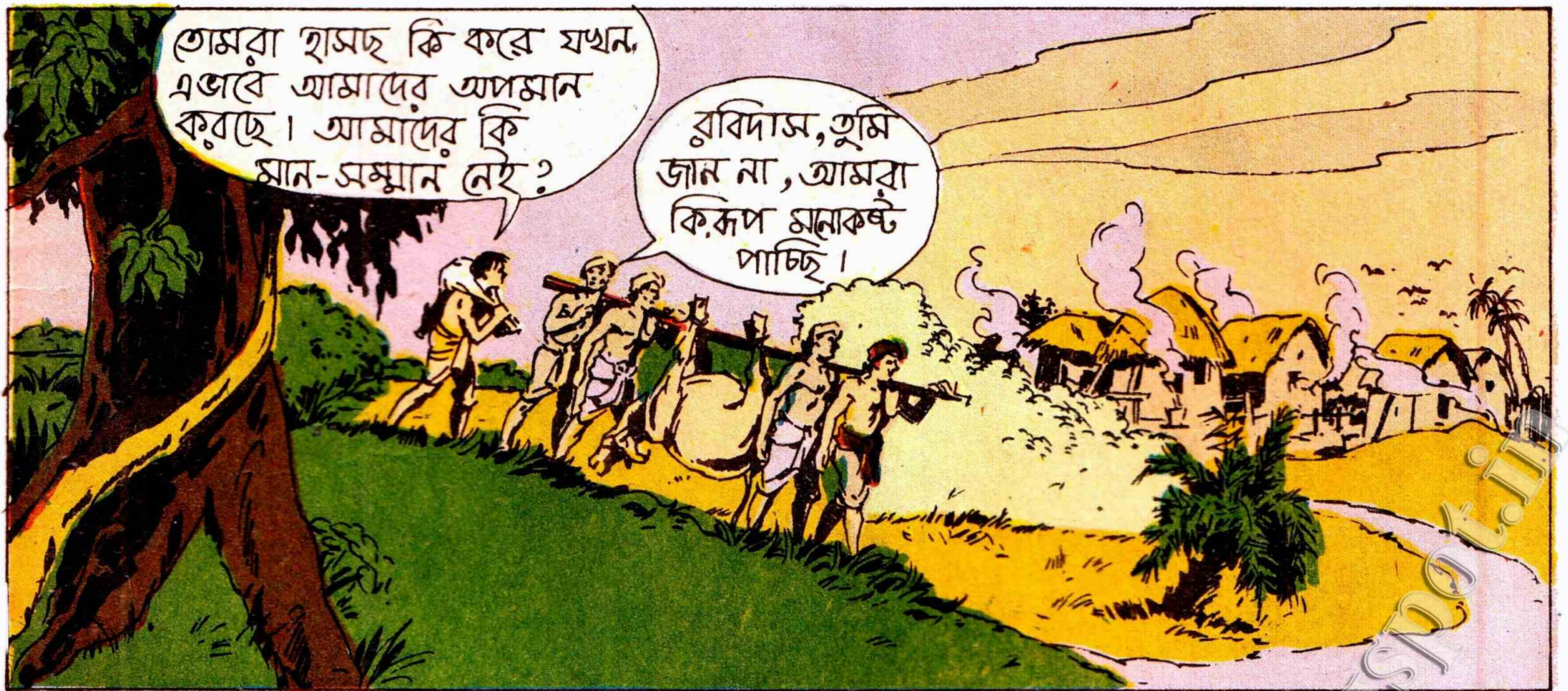
শীঘ্রই চাম্বাবা তাদের গ্রামে ফিরে যাবার জন্য প্রস্তুত হল।









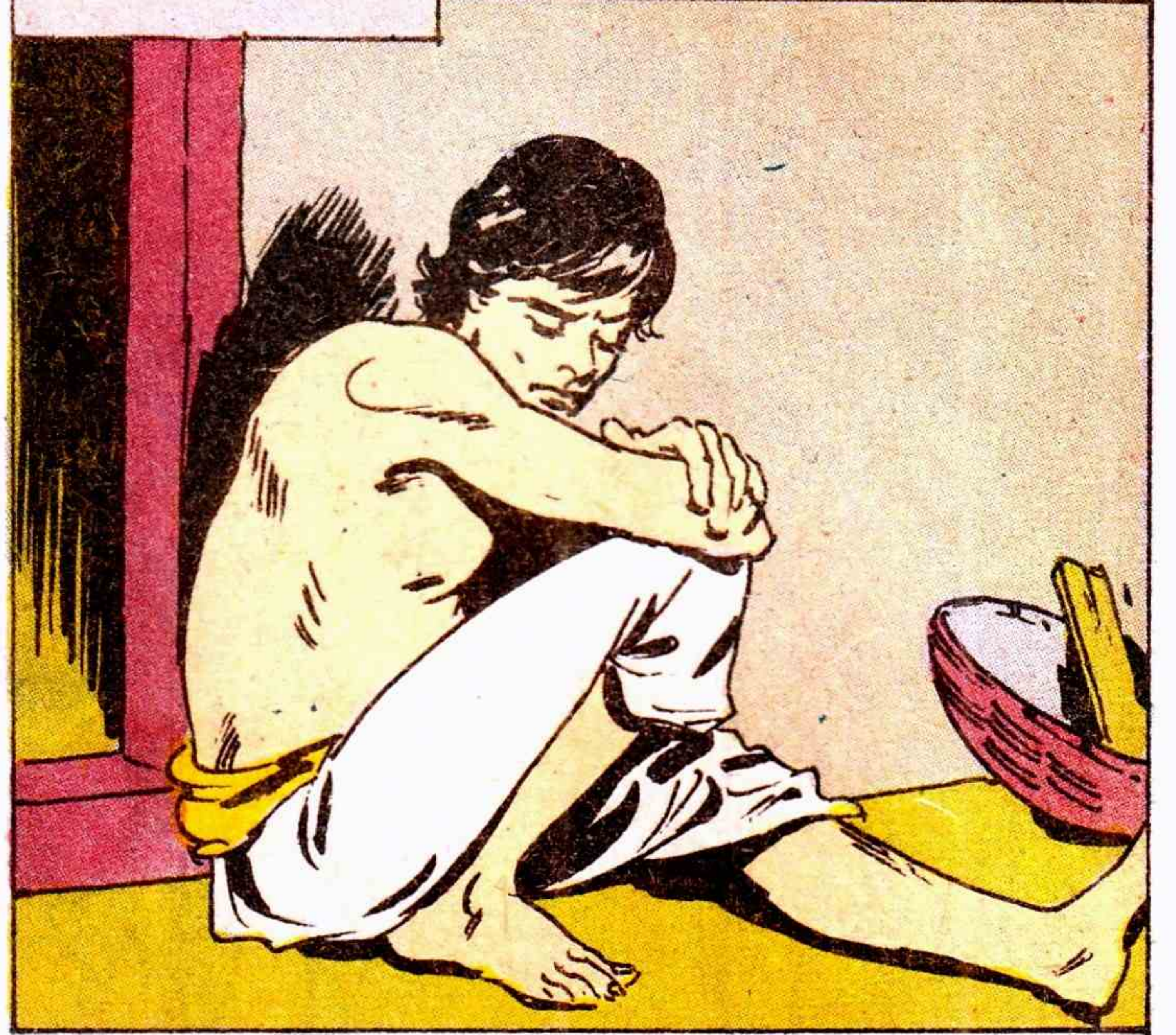




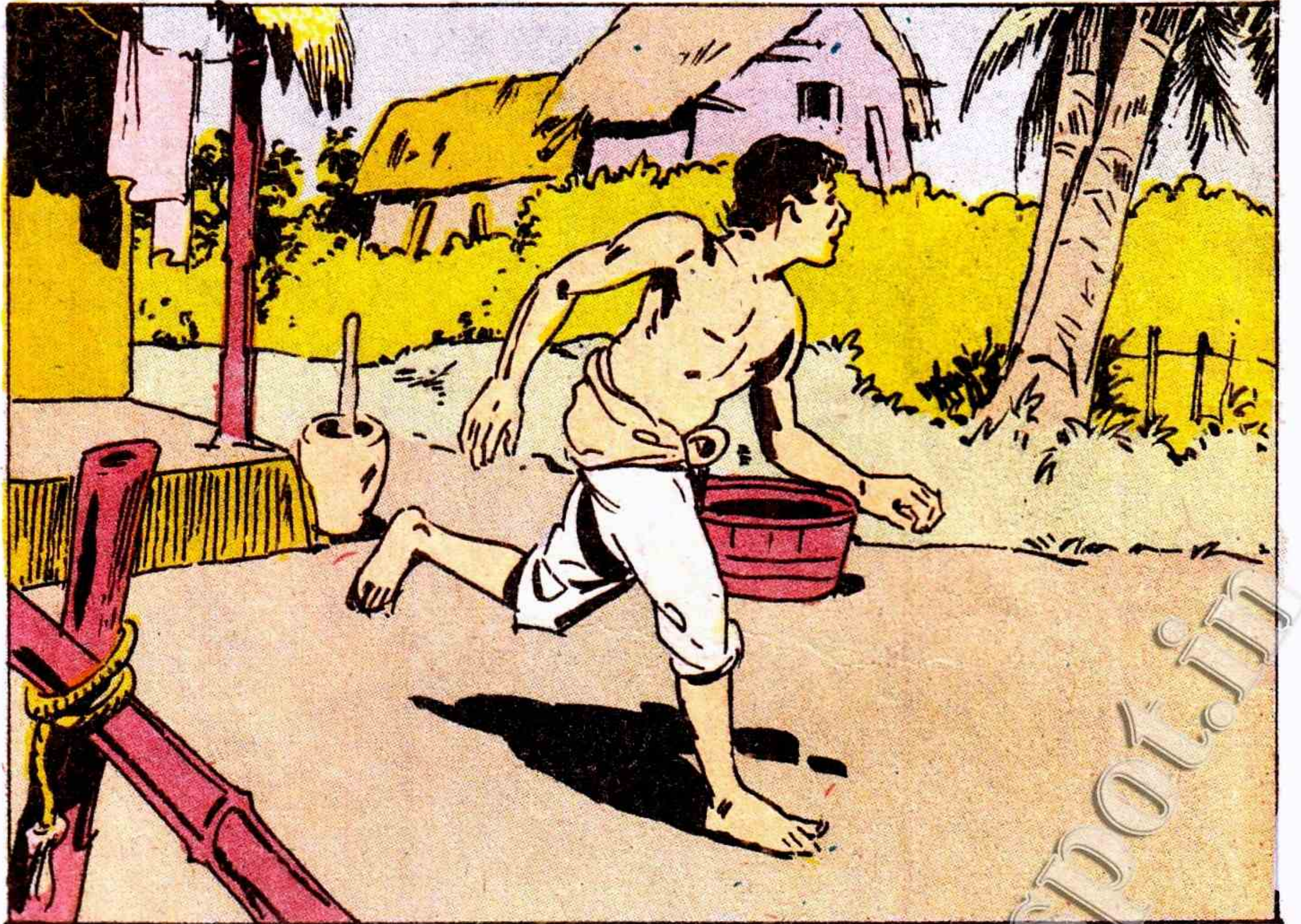
সেইদিন থেকে বুবিদাস বাইরে যাওয়া বন্ধ করল।



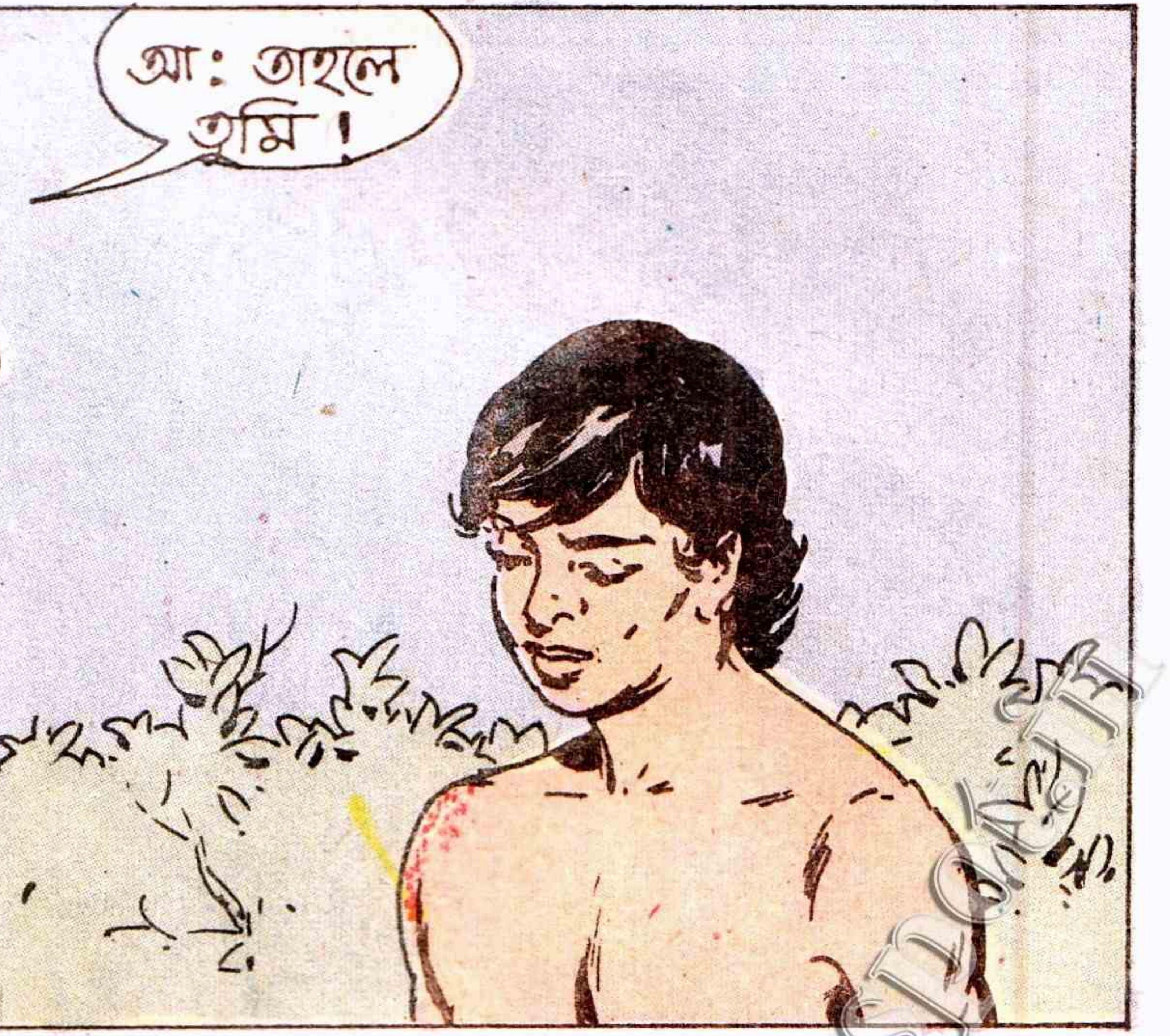
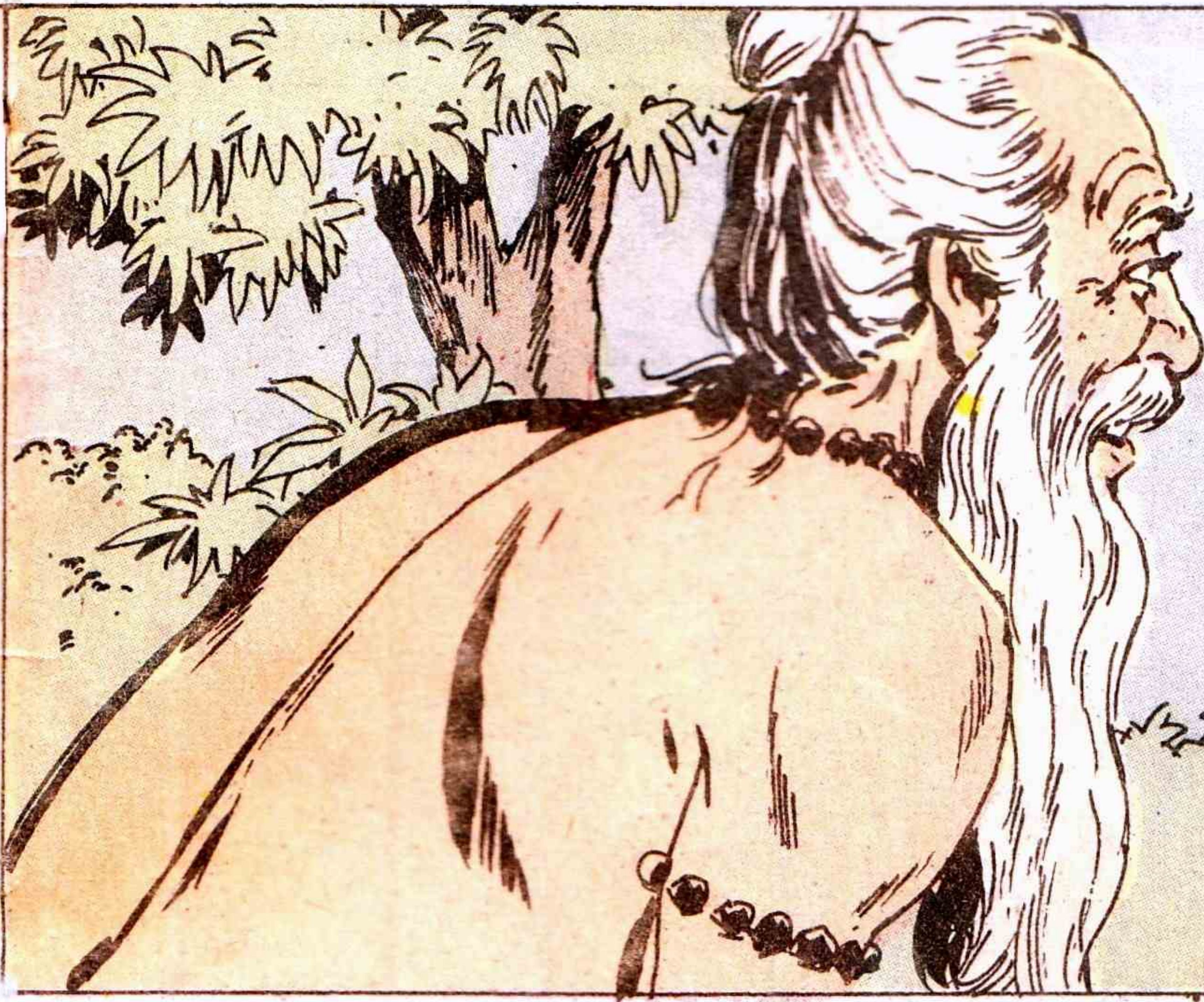
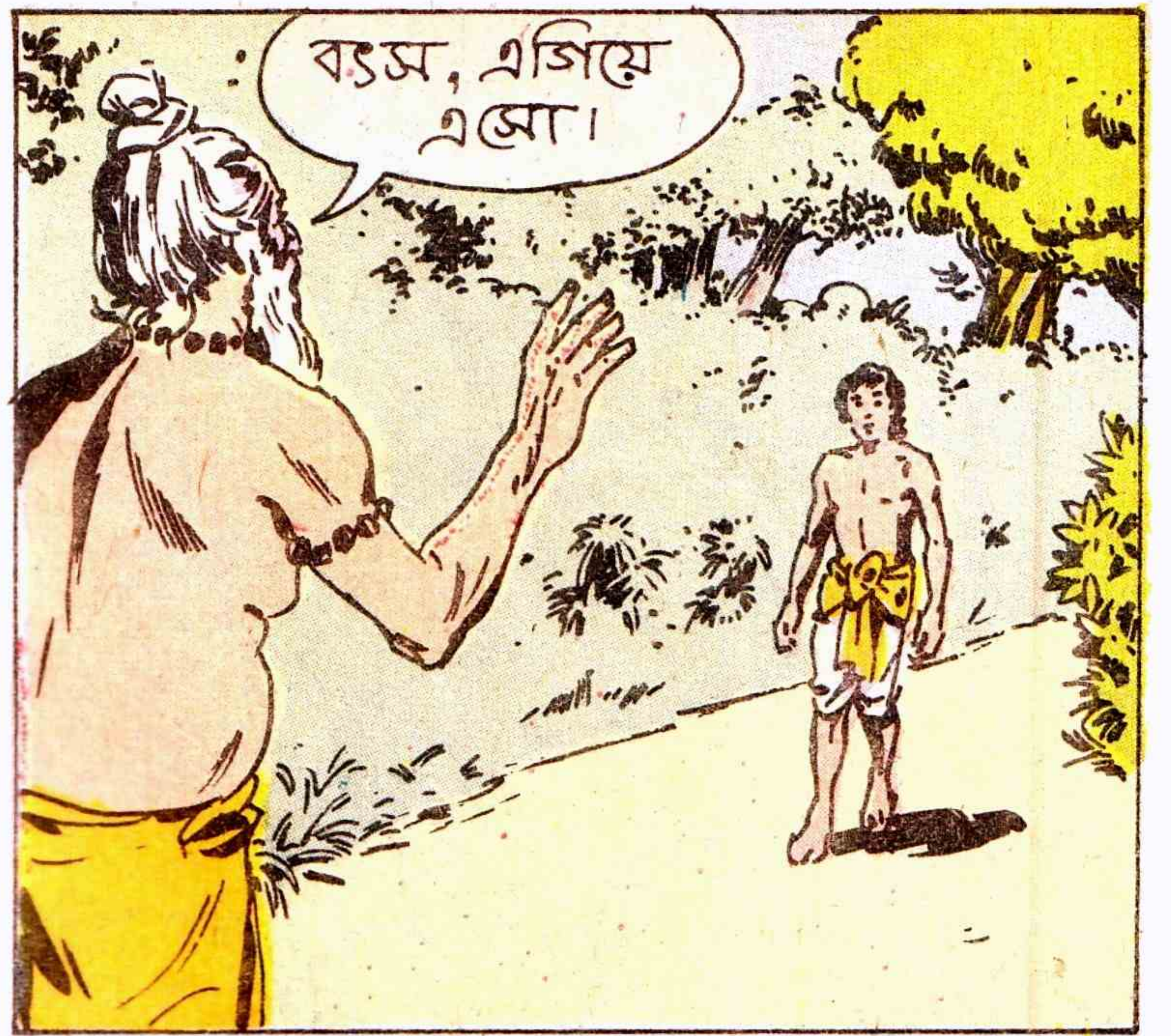
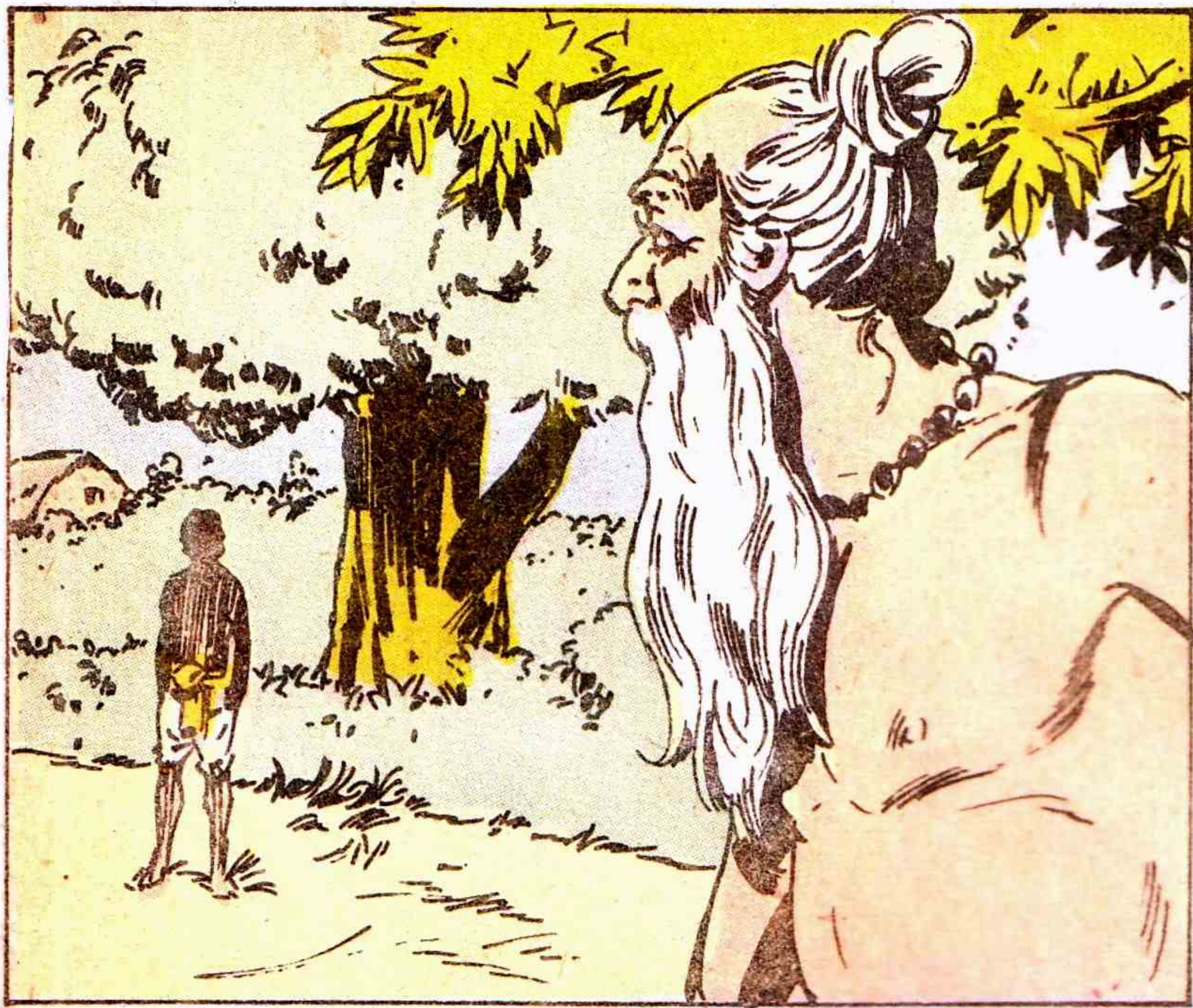
আরাদিন জে চিন্তায় মগ্ন থাকত।



হঠাৎ, একদিন —









মানদন জ্বামী ববিদ্যাকে তাঁর শিষ্য হিসেবে গ্রহণ কৰলেন এবং দীক্ষা দিলেন



ববিদ্য, ভজবান হলো মানুষের  
সৃষ্টিকর্তা এবং তা ছাড়া গিয়ে  
মানুষ নিজেদের কাজের  
পার্থক্য সৃষ্টি কৰল।



এবং কাজ অনুসারে  
তারা এক-একটা  
নাম দিল।



চাম্বাব, ব্রাহ্মণ, শূদ্র  
নাম দিয়ে অর্থহীন  
জাতের সৃষ্টি কৰল  
আজও  
মানুষেরা।



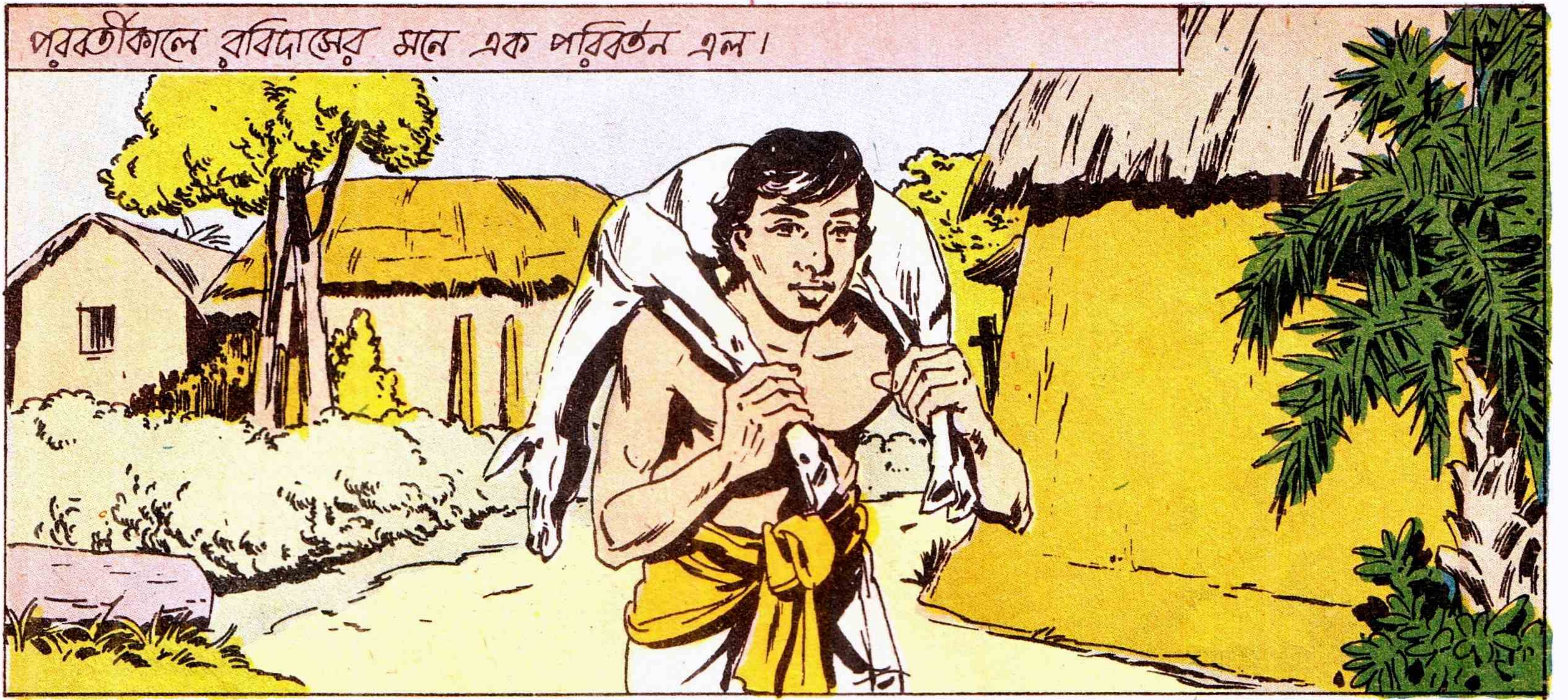
তুমি যেমন জেজবেই  
নিজেকে দেখা। জাত  
হিসাবে দেখো না।



দেখি... নিজেকে...  
যেমন... আমি...  
দেখি... নিজেকে  
যেমন...

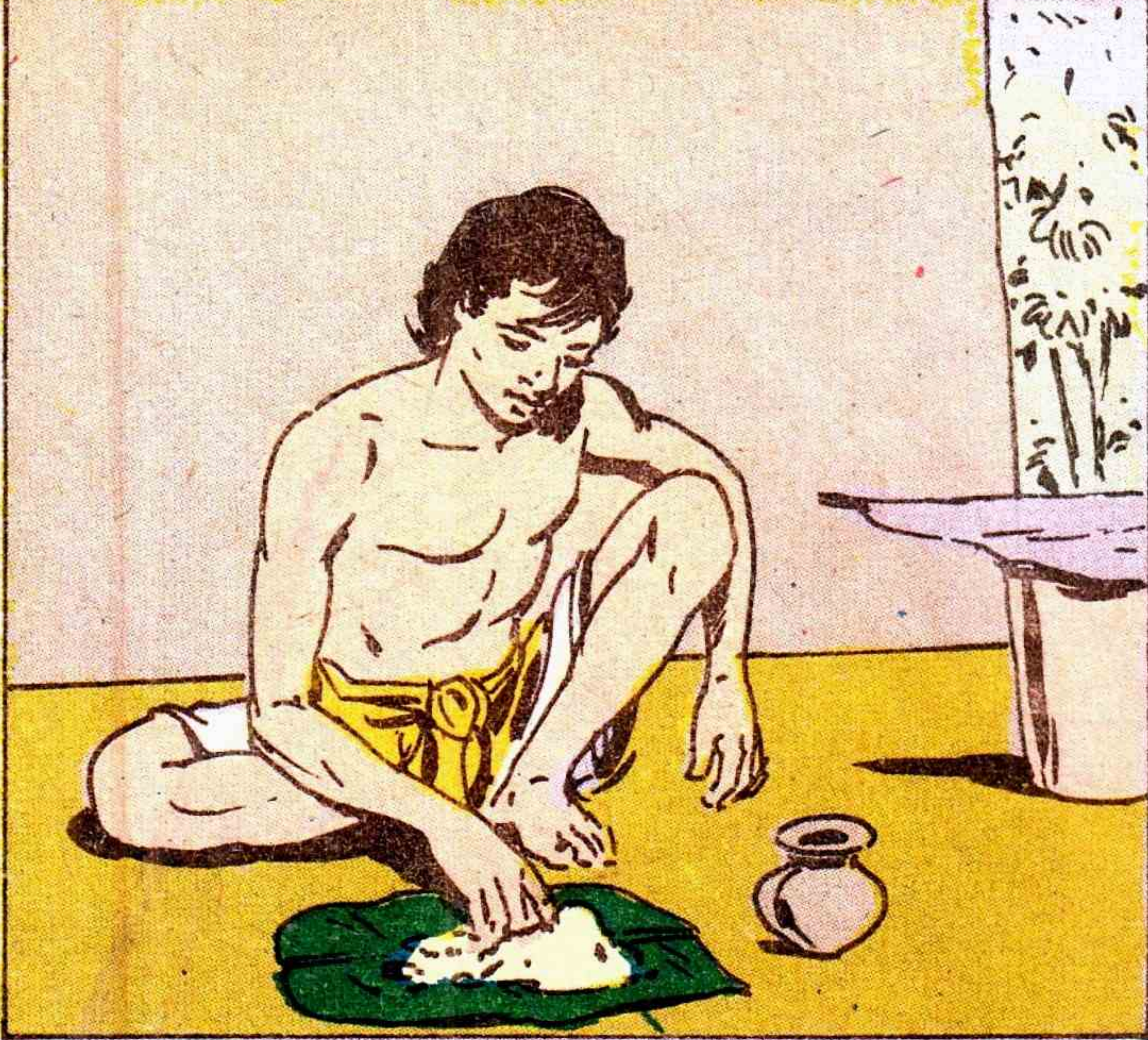


পূর্বর্তীকালে ববিদাজের মনে এক পরিবর্তন হল।

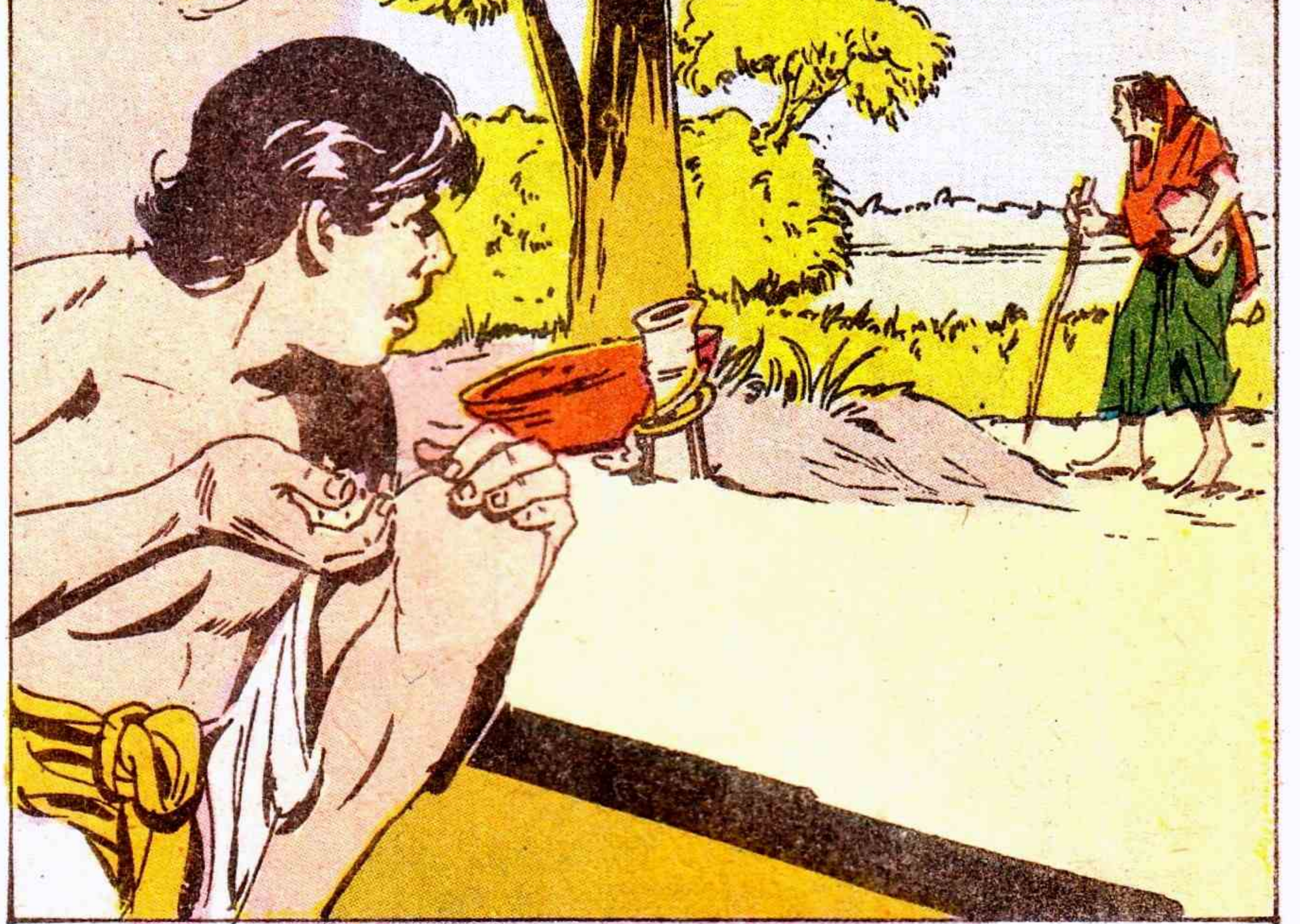




এবং যখন সে নিজেকে জানতে পারছে...



...তখন সে নিজেকে গাঙ্গুর মণ্ডি দেখতে লাগল।



মা, দয়া করে এ  
খাবারটা নাও।

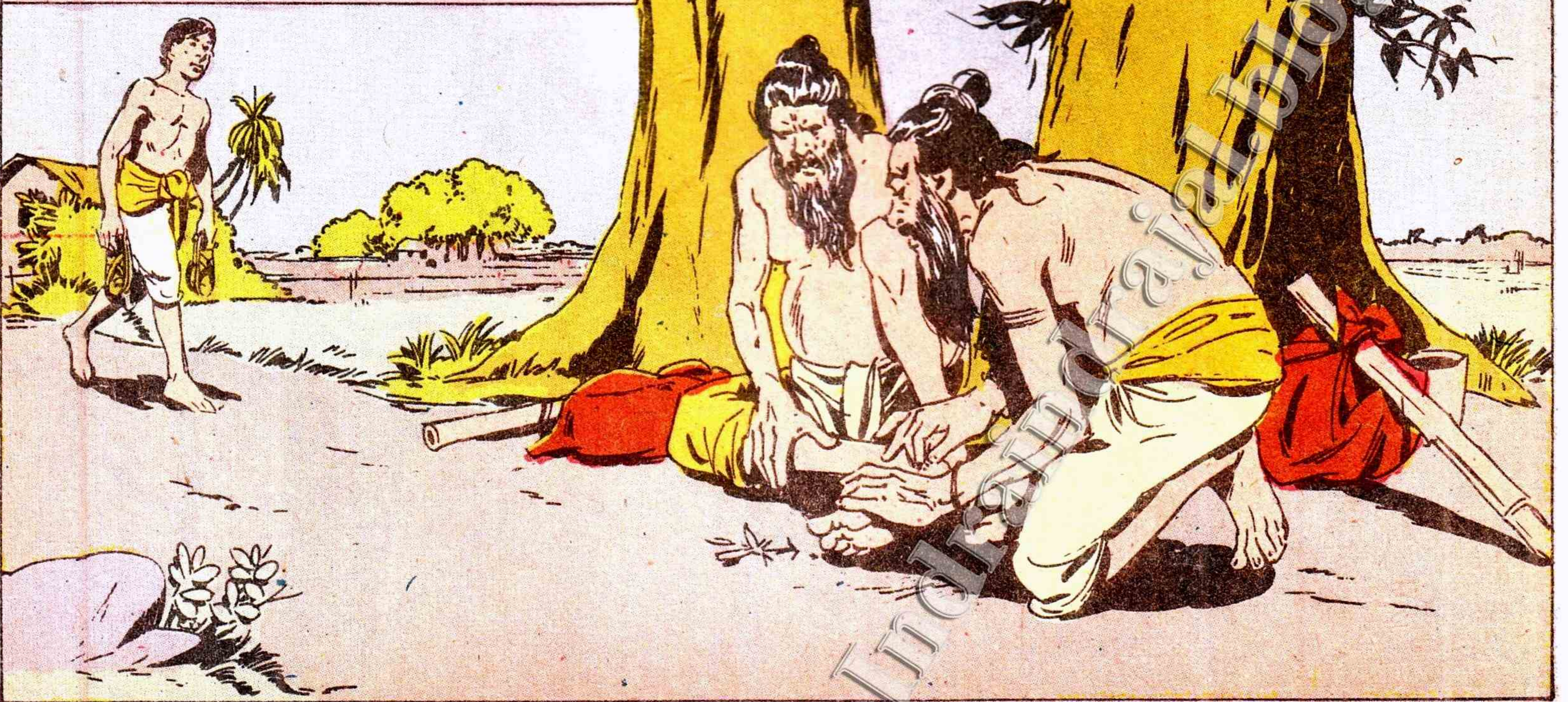
কিন্তু তোমার  
কি হবে, বাবা?



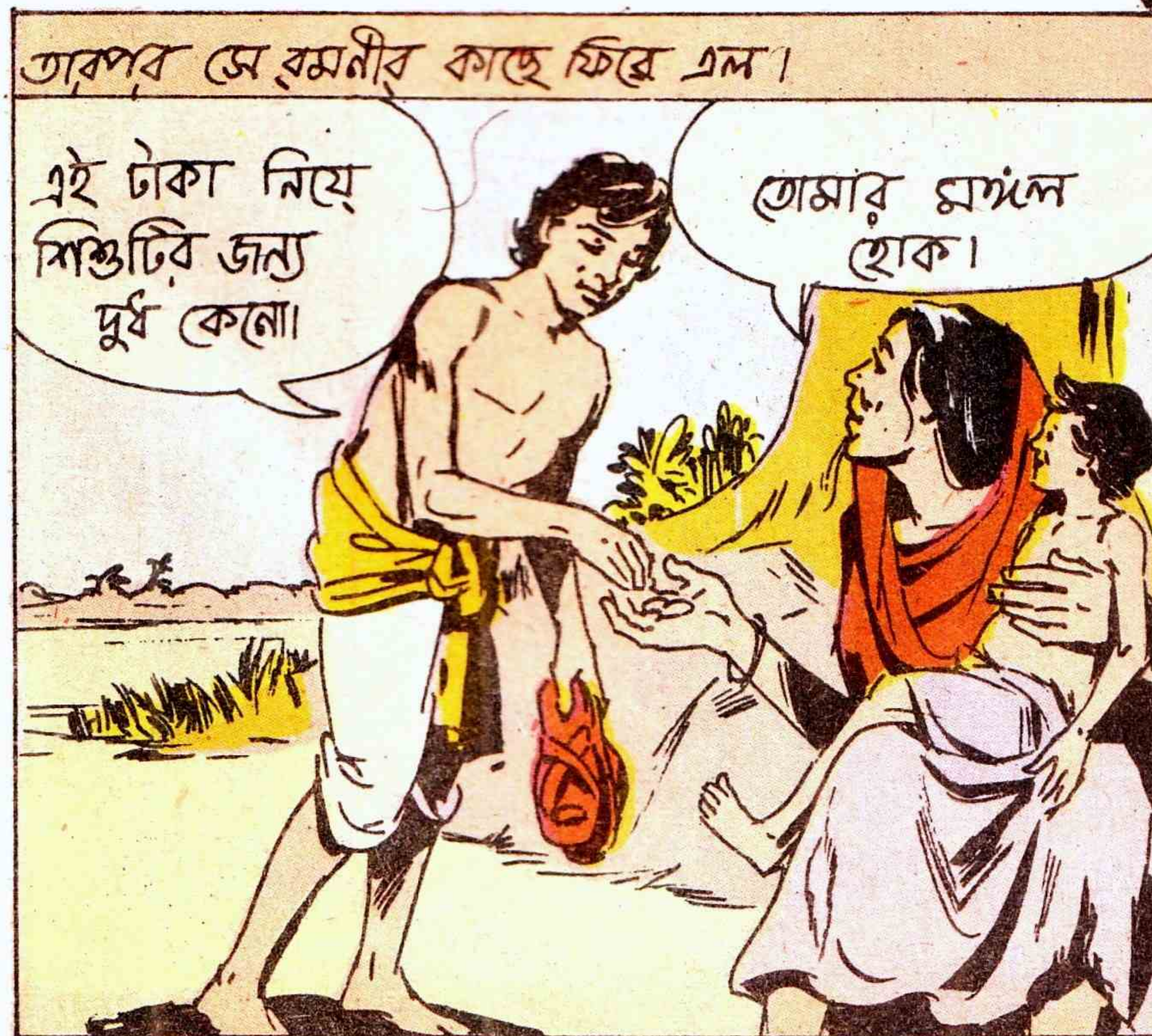
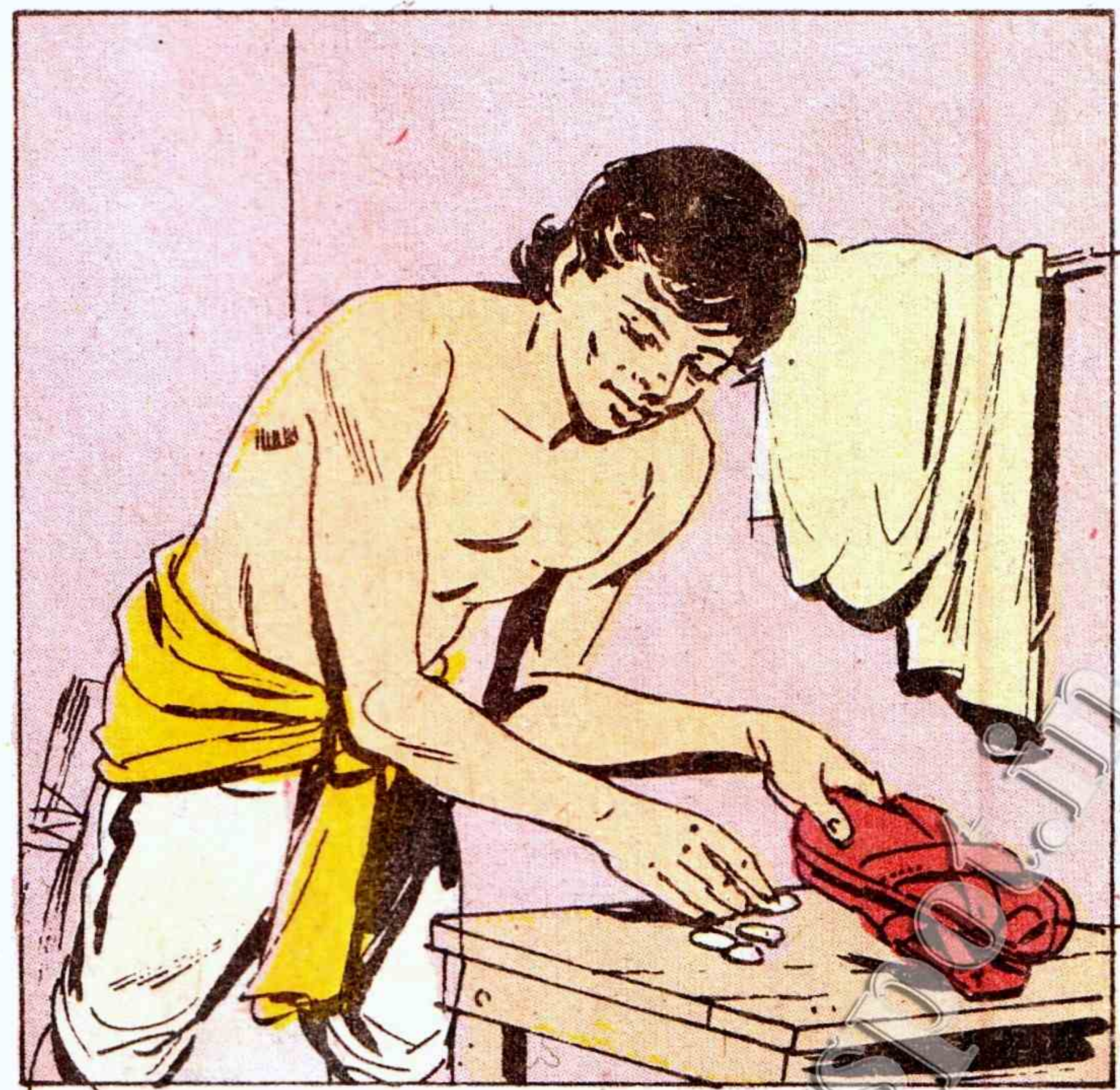
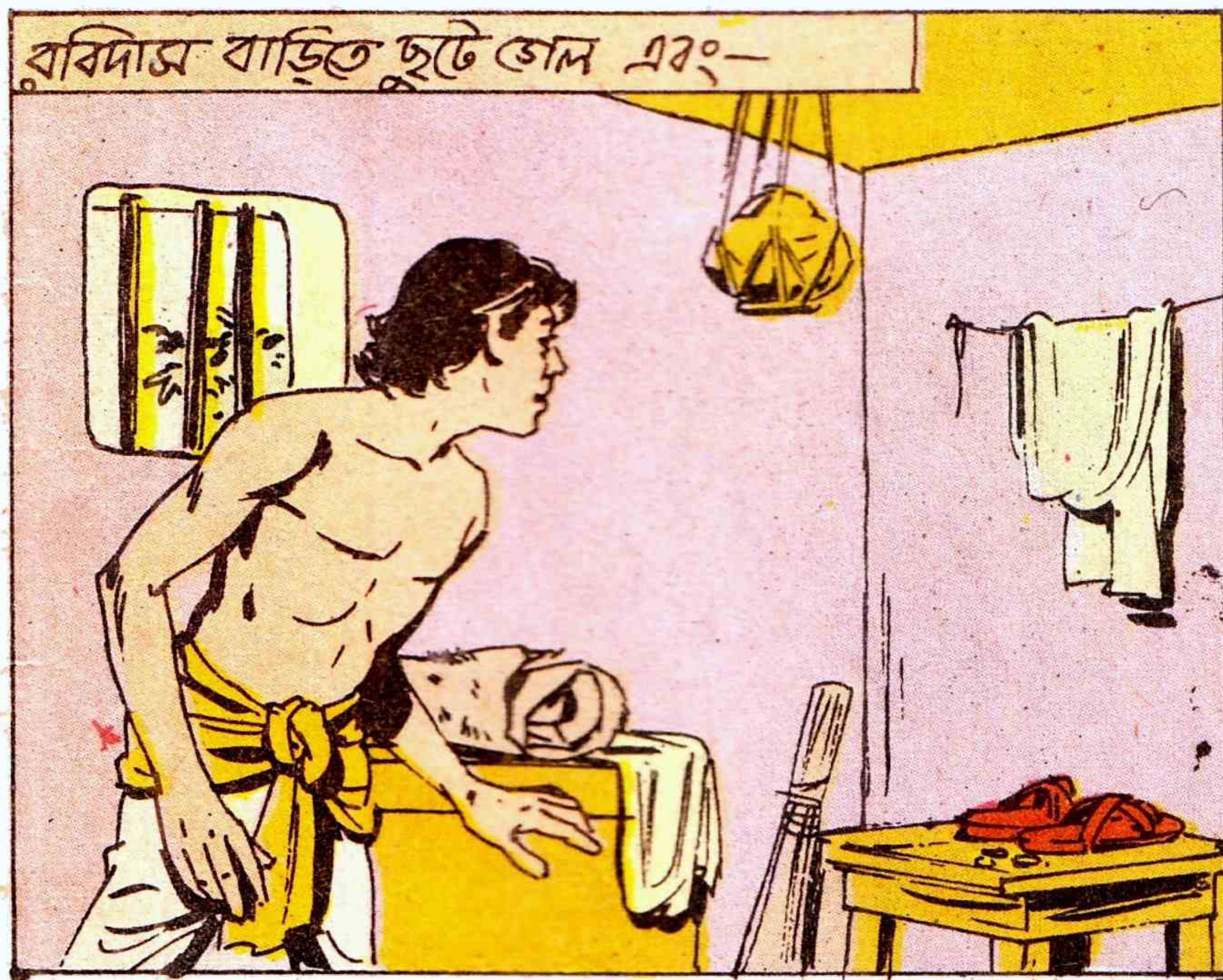
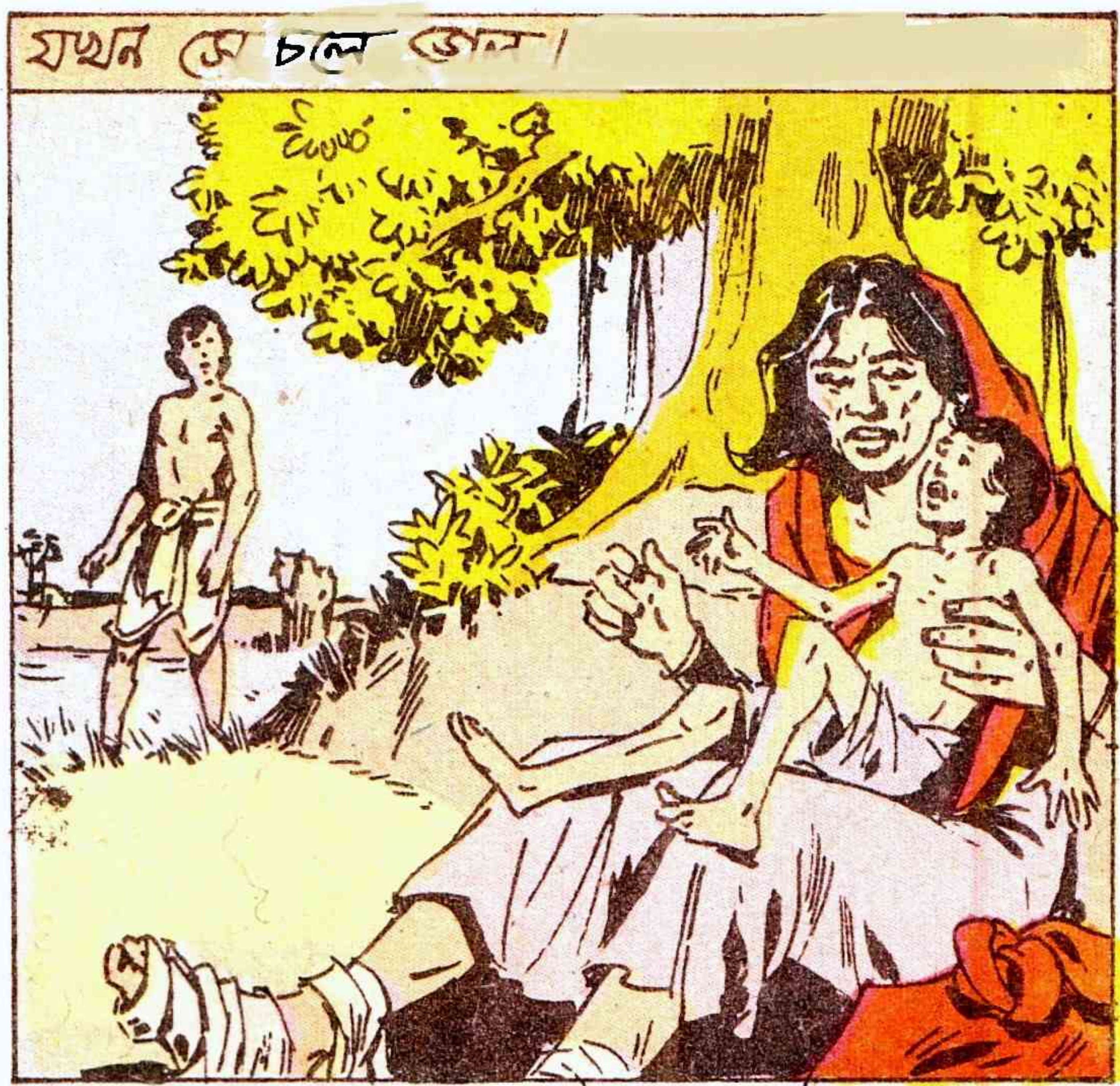
ওঃ, আমি..  
আমি খেয়েছি!

তাহলে আমি নেব।  
মুগ্ধ হোক তোমার!

এবং এভাবে শুরু হল! একদিন -







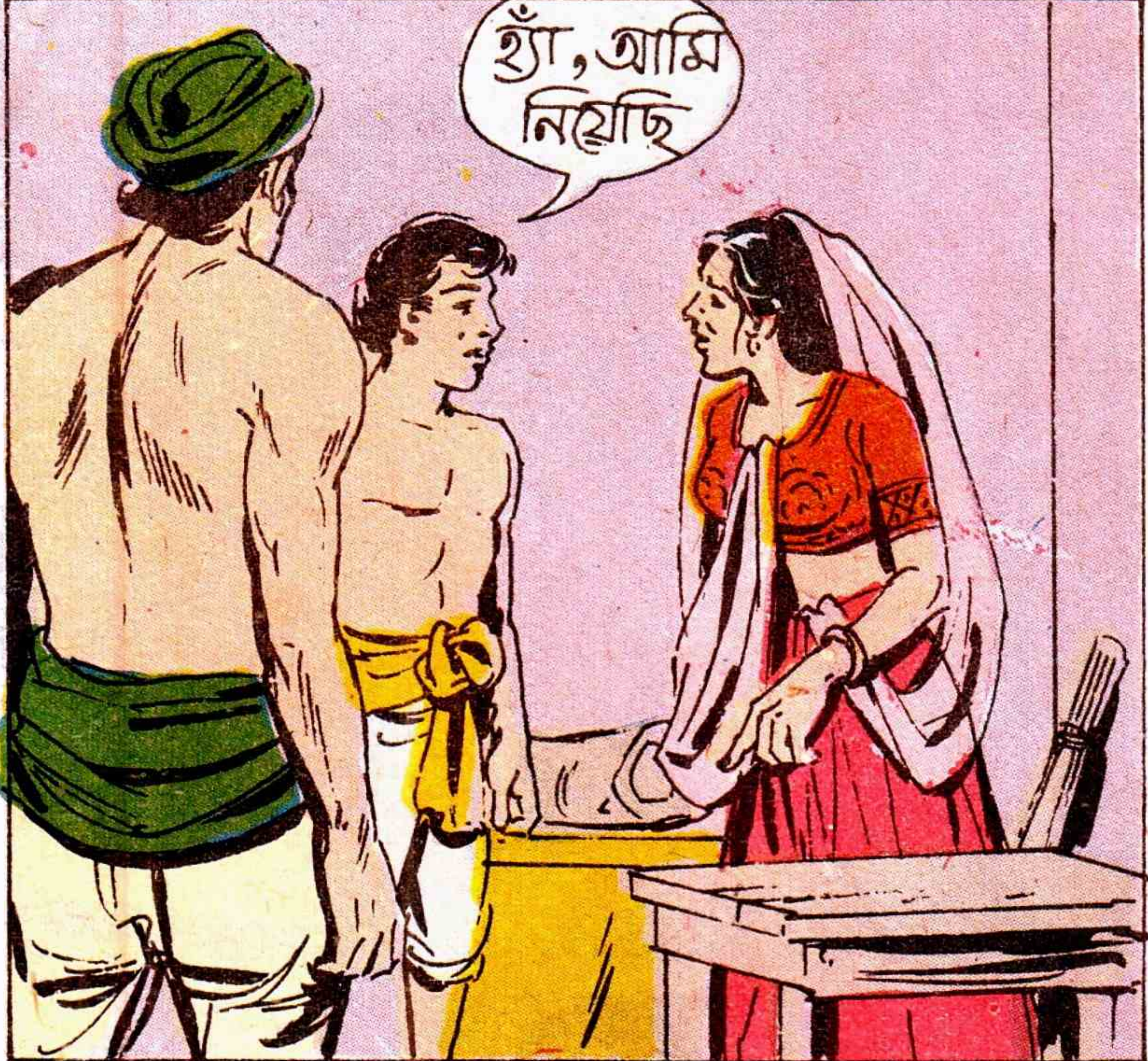


যখন বুবিদাম বাড়ি ফিরে এল—

বুবিদাম, তুমি কি টাকা  
ও জুতোগুলো নিয়ে গেছ?



হ্যাঁ, আমি  
নিয়েছি



জুতো  
কোথায়?

আমি  
ওগুলো এক  
গয়িব বুবিদামকে  
দিয়েছি।



আমাদের উপার্জিত  
অর্থ এভাবে দিয়ে  
দেওয়া ঠক হল?

তুমি ত জান। আমাদের  
অদর্যাপু কিছু নেই।



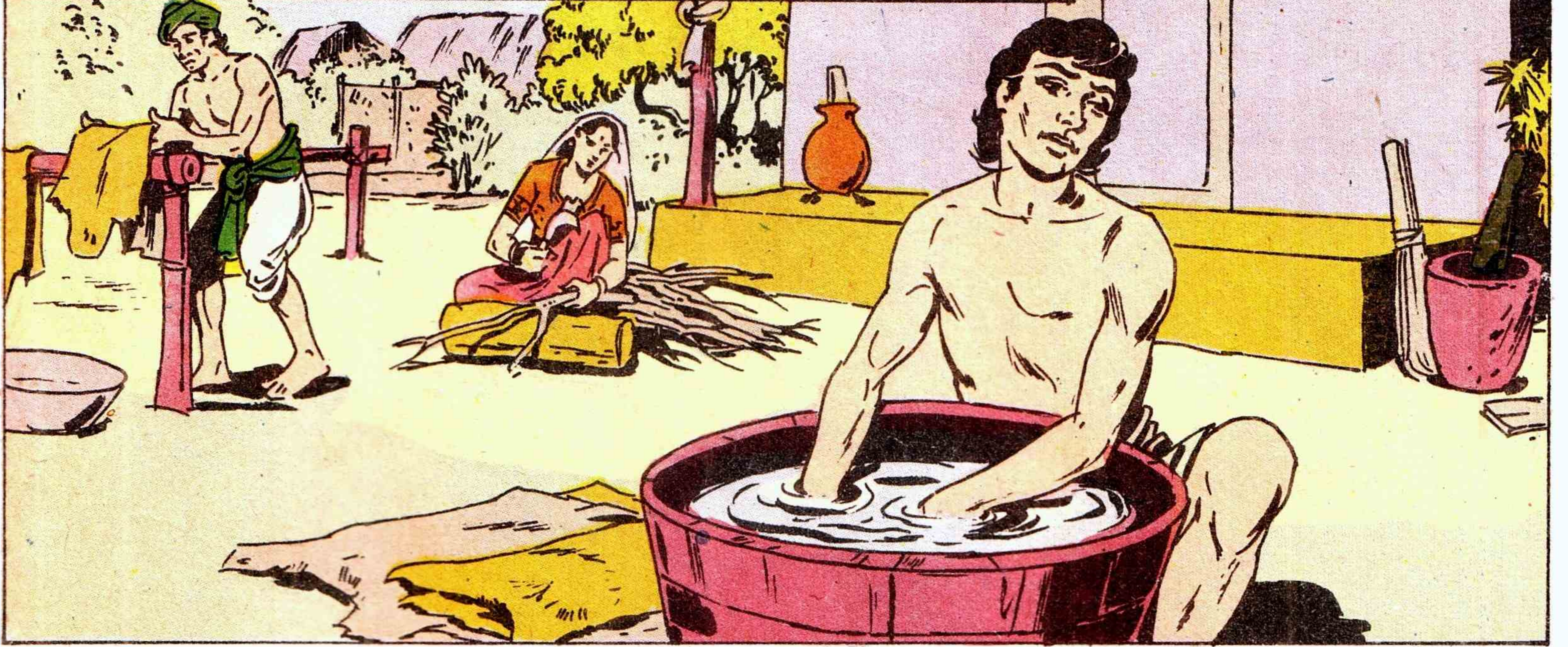
হ্যাঁ, ওঁর প্রয়োজন  
আমাদের চেয়ে বেশী ছিল।



ওঁর বাবা মা ছুপ করে বইল। বলাব কিছুই নেই।



ববিদায় বড় হতে লাগল এবং আঙ্গুর মত অক্লান্তভাবে পৰিশ্রম করতে লাগল। কিন্তু ওর মন অন্যদিকে নিবিষ্ট ছিল।

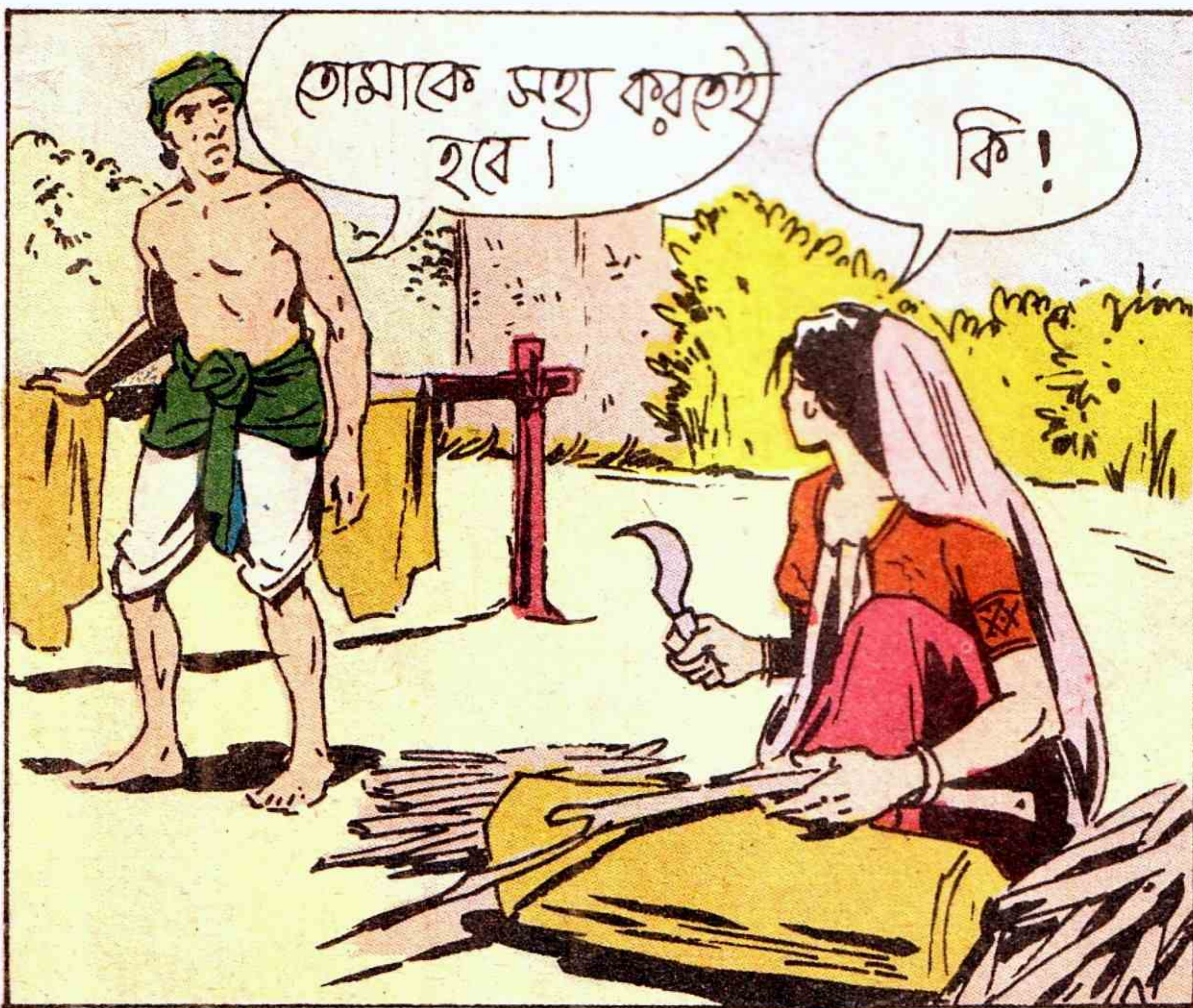


যে জানত না, বাবা মা ওর জন্য কত উদ্বিগ্ন।



করমা, আবু কতদিন খাবার, টাকা ও জুতা ছেলের কাছে থেকে লুকিয়ে রাখব?

ও যেন আমাদের কাছে অপরিচিত যে কি একদিন সন্ন্যাসী হয়ে যাবে? তাহলে আমি সহজে পারব না।



তোমাকে জখম করতে হবে।

কি!



সদ্বংশের একটি মেয়ে আছে।

ওঃ তুমি কি বিয়ে কথা বলছ? ও বিয়ে করলে আমি খুশী হব।



“Yes, it’s me—  
in an ad for a white shoe cleaner.”



Indraindrajajal.blogspot.in



# Now, ask me why!"

"19 years ago, I was sent off the field for turning up in dirty white shoes. I learnt my lesson that day – you must first look like a sportsman before you can call yourself a sportsman!

Okay, so maybe there are people who think it isn't important to look like a sportsman. But ask any dedicated sportsman and he'll never tell you that! Because he's as particular about his kit and dress as he is about his game.

That's why, to my mind, if you care for the game, you'll always care about the way you dress for it – down to the last detail.

So, tell me then, can your kit really be complete without a white shoe cleaner? Go on, ask a sportsman!



Be a sportsman... down to your feet!"

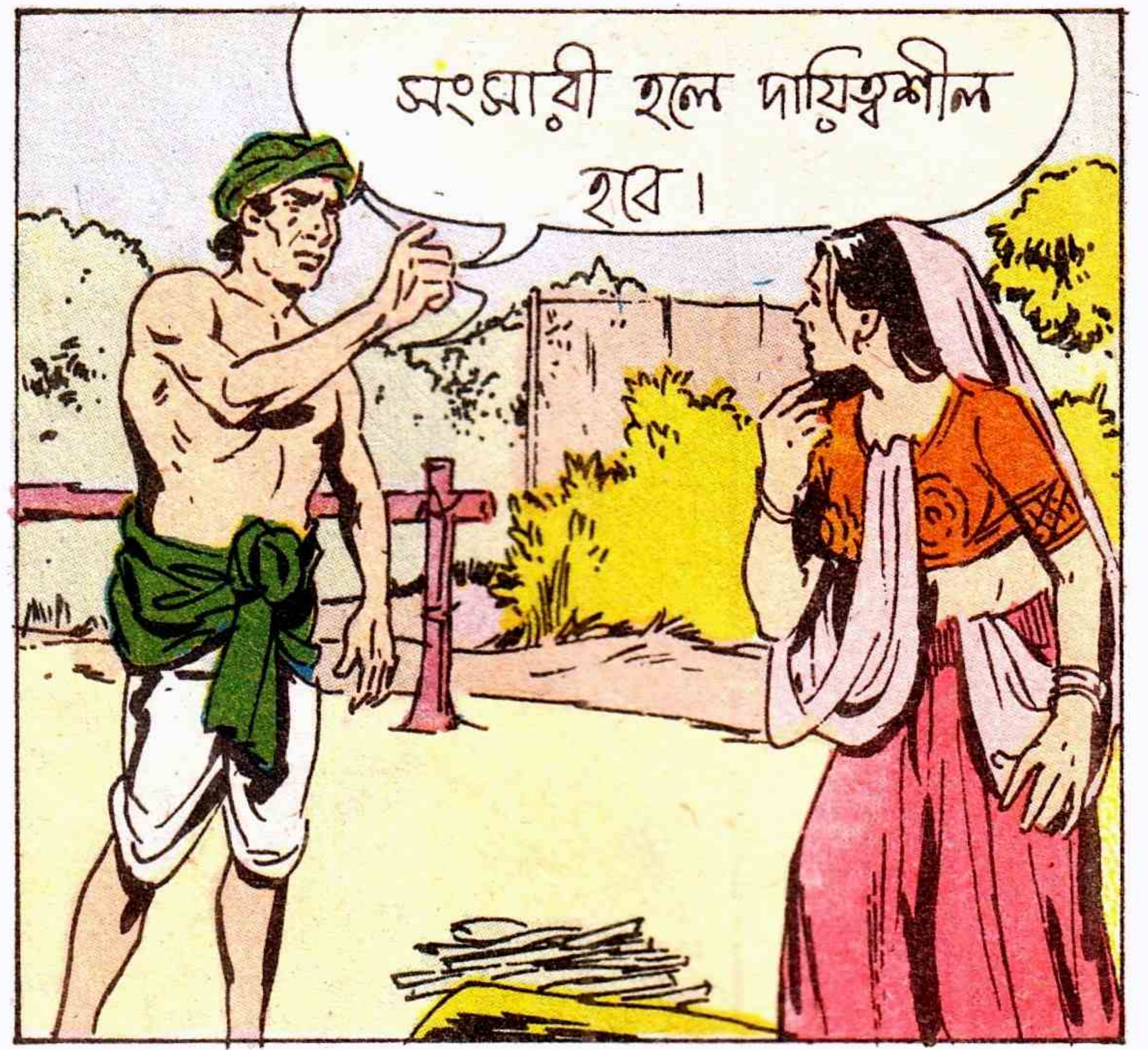
## CHERRY WHITE CLEANER





এবং সে নিজের অংগার  
নিজে দেখবে।

না, তানা!



অংগারী হলে দায়িত্বশীল  
হবে।



অথবা ছেলের বোকামির জন্য  
আমাদের স্বাস্থ্য স্বাস্থ্য  
ধ্বংস হবে।



না... এটা বোকামি বলা  
না। এটা হচ্ছে ওদার্যা  
ওর মনটা বড়  
কিনা।



প্রিয়ে, আমি খুব দুঃখিত।  
আমাদের উপার্জন দিয়ে  
ওর অন্তর বিচার করা  
যায় না।



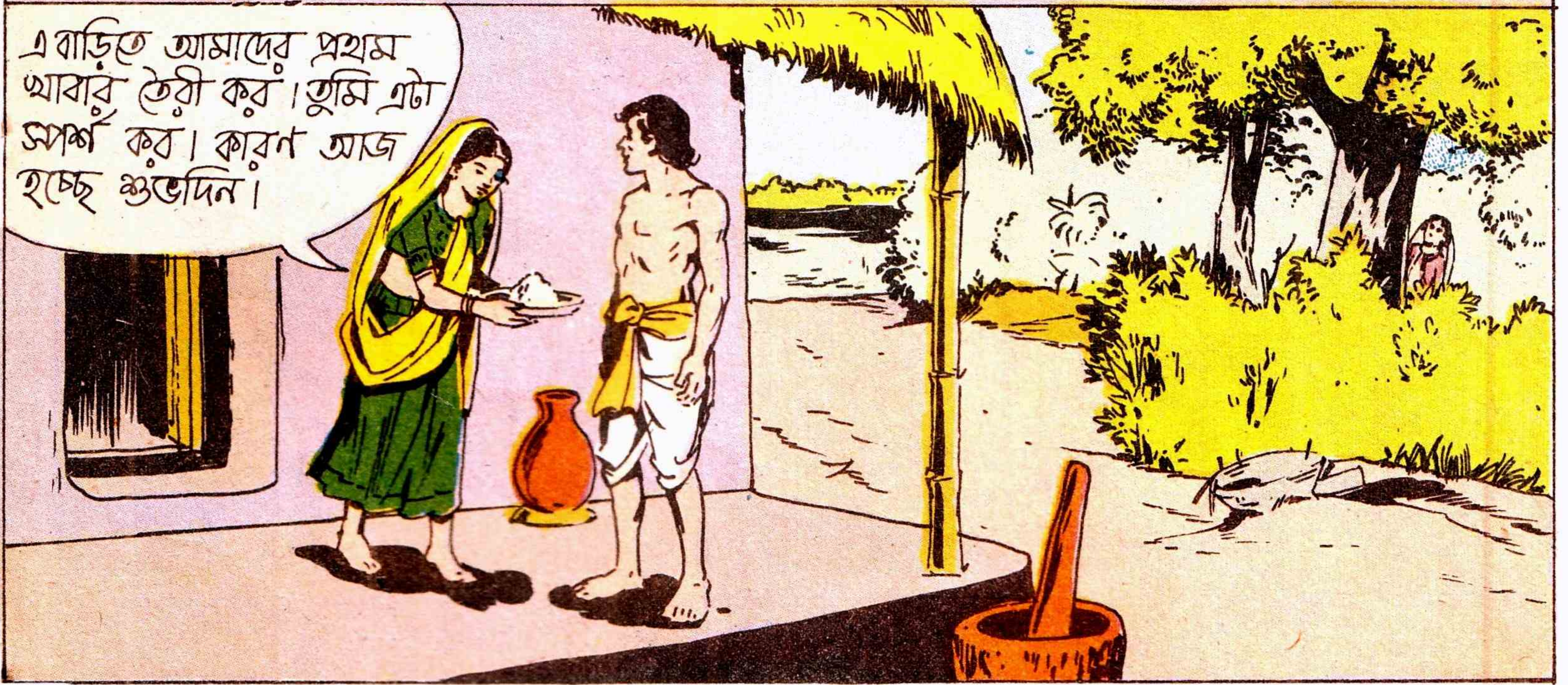
সুতরাং একদিন ভগবতীর সঙ্গে ওর বিয়ে হল...

... এবং আলাদা বাড়িতে বাস করতে লাগল।



পূর্বদিন রবিদাসের মা ওদের বাড়িতে জল এবং দূর দাঁড়িয়ে ছেলে ও বোকে দেখতে লাগল।

এ বাড়িতে আমাদের প্রথম  
খাবার তৈরি কর। তুমি এটা  
স্পর্শ কর। কারণ আজ  
হচ্ছে শুভদিন।



মনে রেখো, ভগবতী, আজ  
আমাদের একসঙ্গে খেতে হবে।

আজো তুমি  
খাবে, তবুও  
আমি।



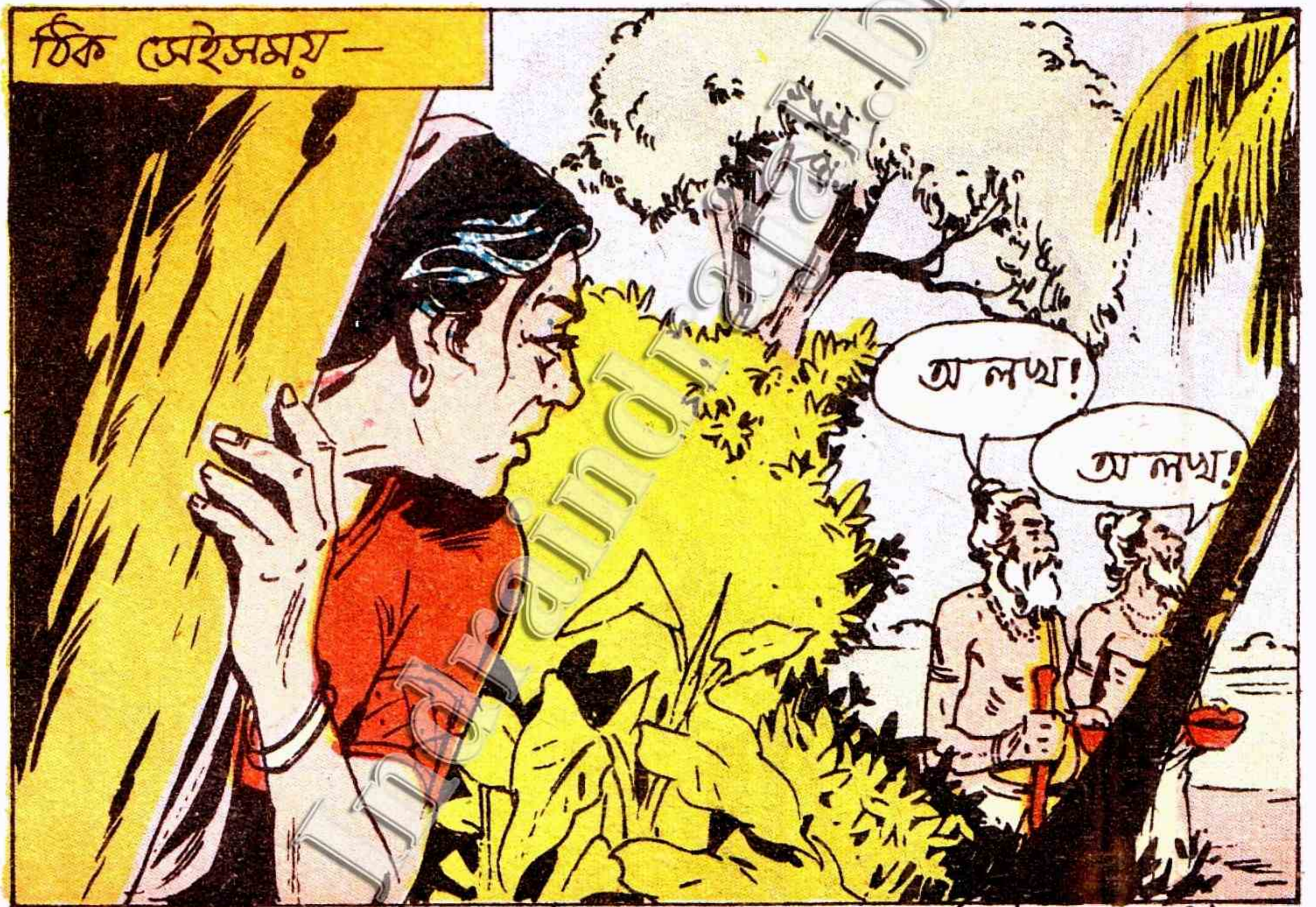
তাই যদি হয়, তাহলে  
একে অন্যকে খাওয়াবে  
কি করে?



হুম... বোধহয়  
ওর বাবা একে  
চিনেছে ভাল।



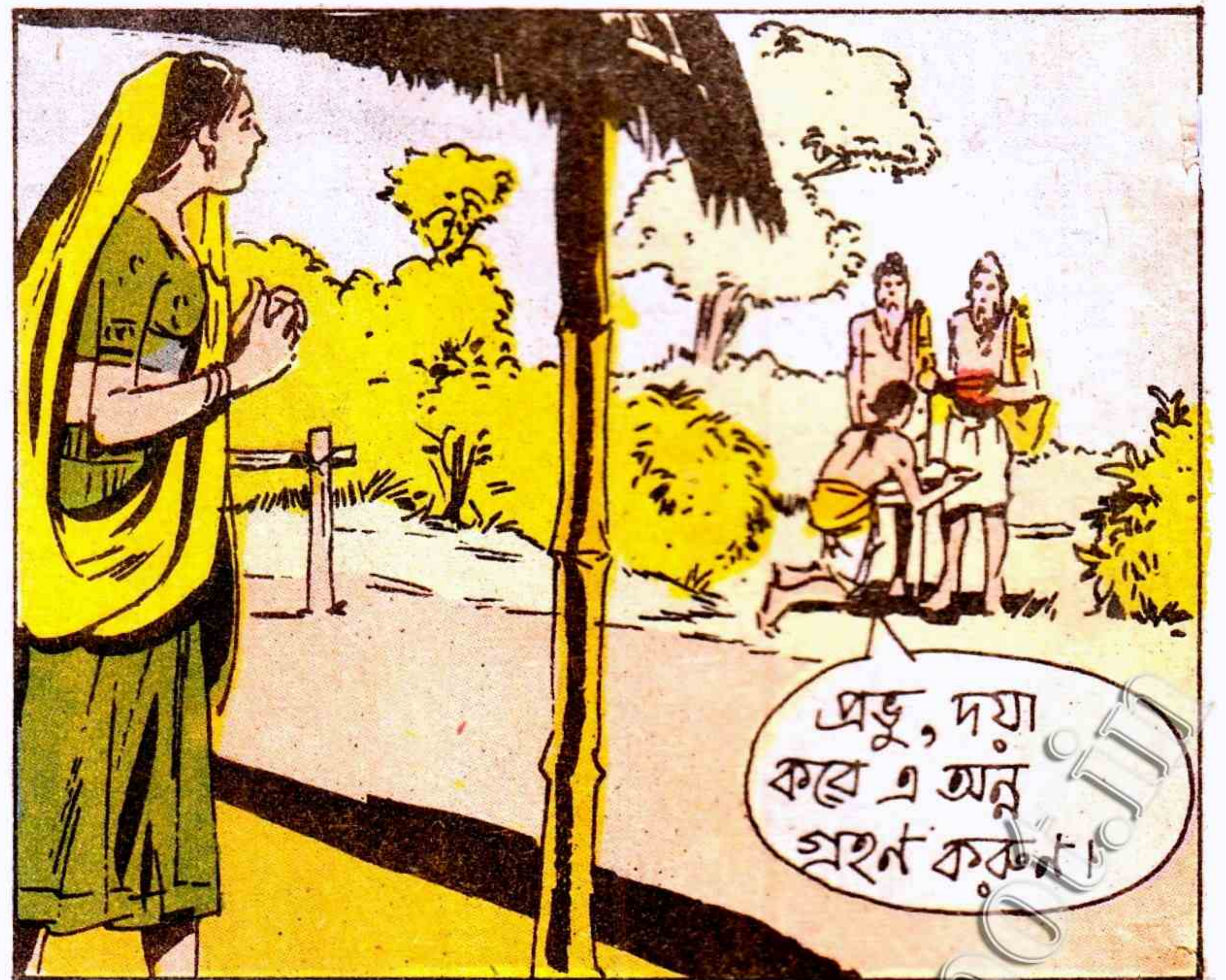
ঠিক সেইসময়—



অলখা!

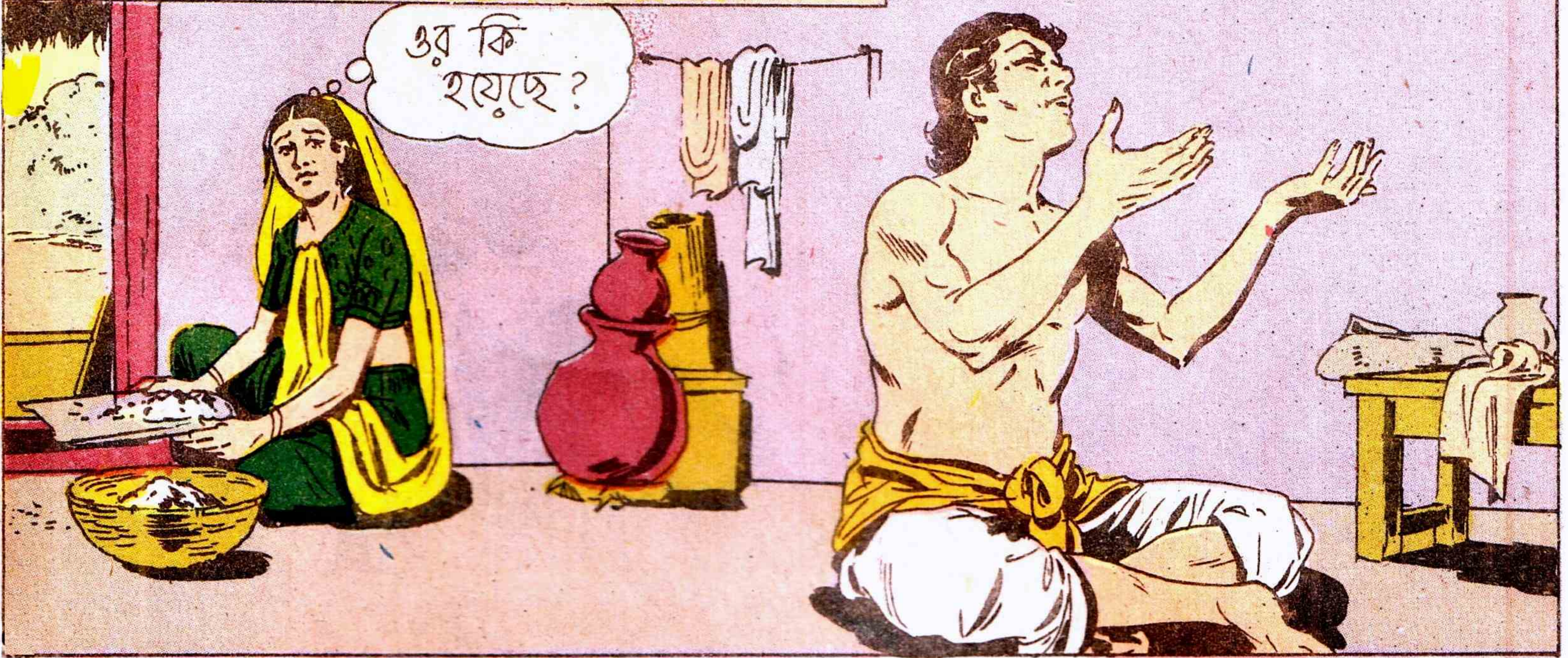
অলখা!



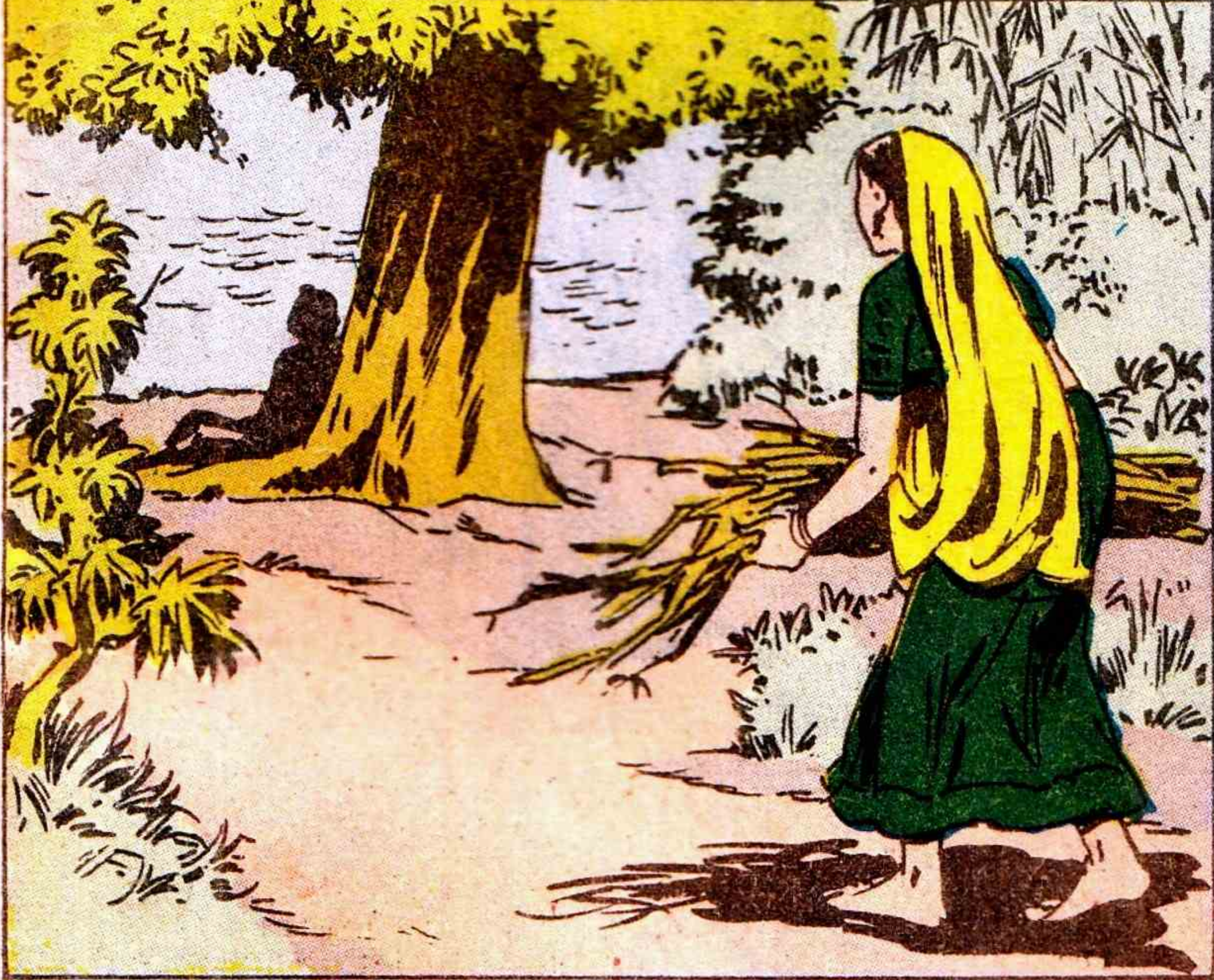




রবিদাস ও ভজবতী এই কুঁড়েঘরেই বাস করতে লাগল। ভজবতী লক্ষ্য করল, মতই দিন যাচ্ছে তার জ্বামী ততই অন্যমনস্ক হয়ে পড়ছে।



একদিন ভজবতী বন থেকে জ্বালানী কাঠ নিয়ে ফিরছিলেন তখন রবিদাসকে গাছের নীচে বসে থাকতে দেখল।



রবিদাসকে অবাক করার জন্য গাছের আড়ালে লুকিয়ে বইল।



হে প্রিয়তম।  
এই বিবাহ দূর করে  
আমাকে কাছে তেনে  
নাও ও সুখী কর।  
তোমায় ছাড়া এক  
সুহৃৎ যেন এক যুগ মনে  
হয়।



তিনি ভালবাসেন  
অন্য বয়সীকে...





তুমি হচ্ছ চন্দন, আমি  
জল। তুমি হচ্ছ মালা,  
আমি বর্ষিকা।



ভগবান, তুমি হচ্ছ সূতা,  
এই মধ্য আমি জানি  
হয়ে আছি।

ভগবান?



প্রভু! প্রভু! উনি  
হচ্ছেন! ঠিক  
কথাগুলো প্রভু  
উদ্দেশ্যে!



ভগবতী রবিদাসের কাছে গিয়ে বসল।

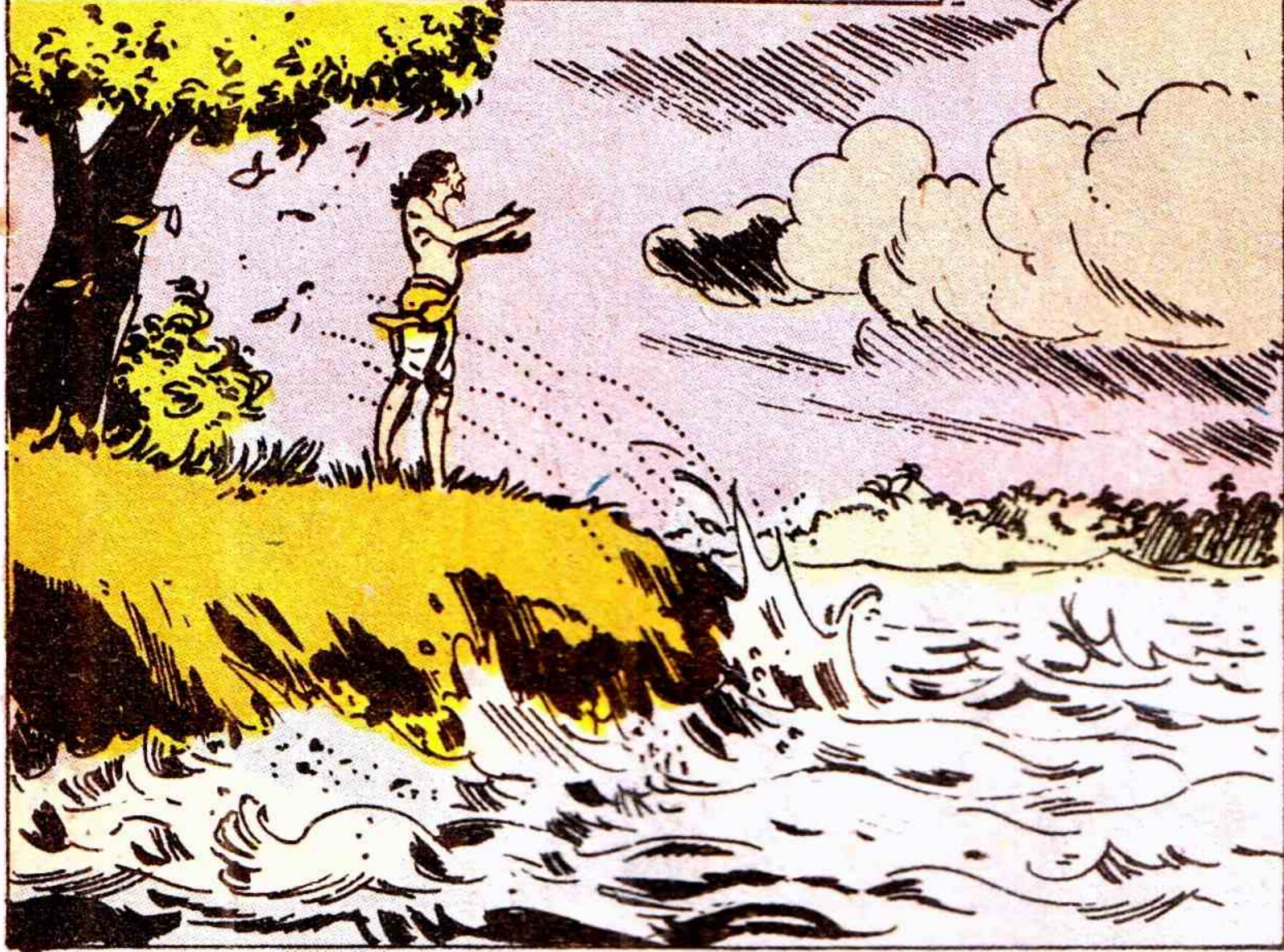
তোমার  
কথাগুলো কত  
সবল ও সুন্দর।  
এগুলো লিখে  
আমি গাইব।



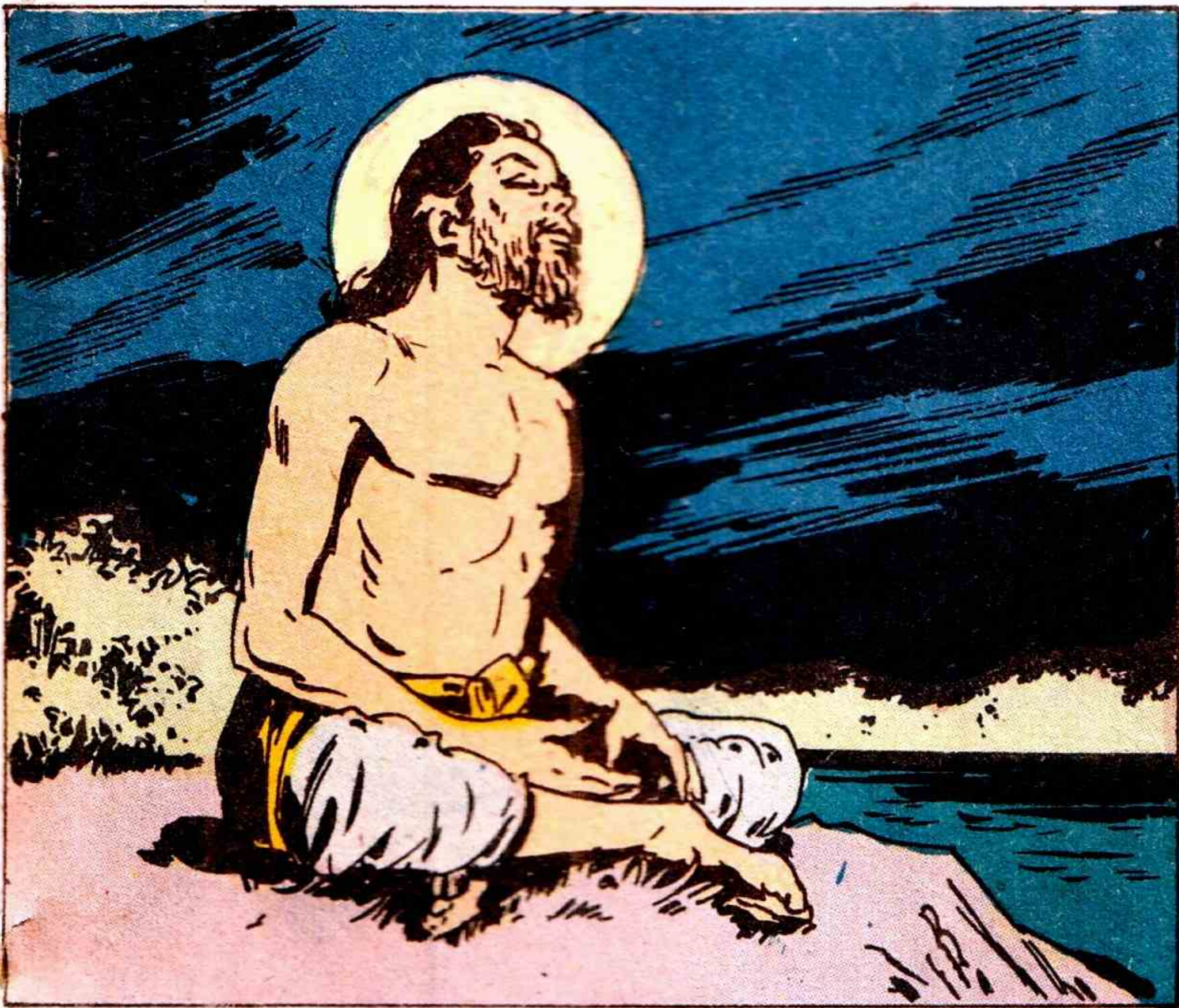
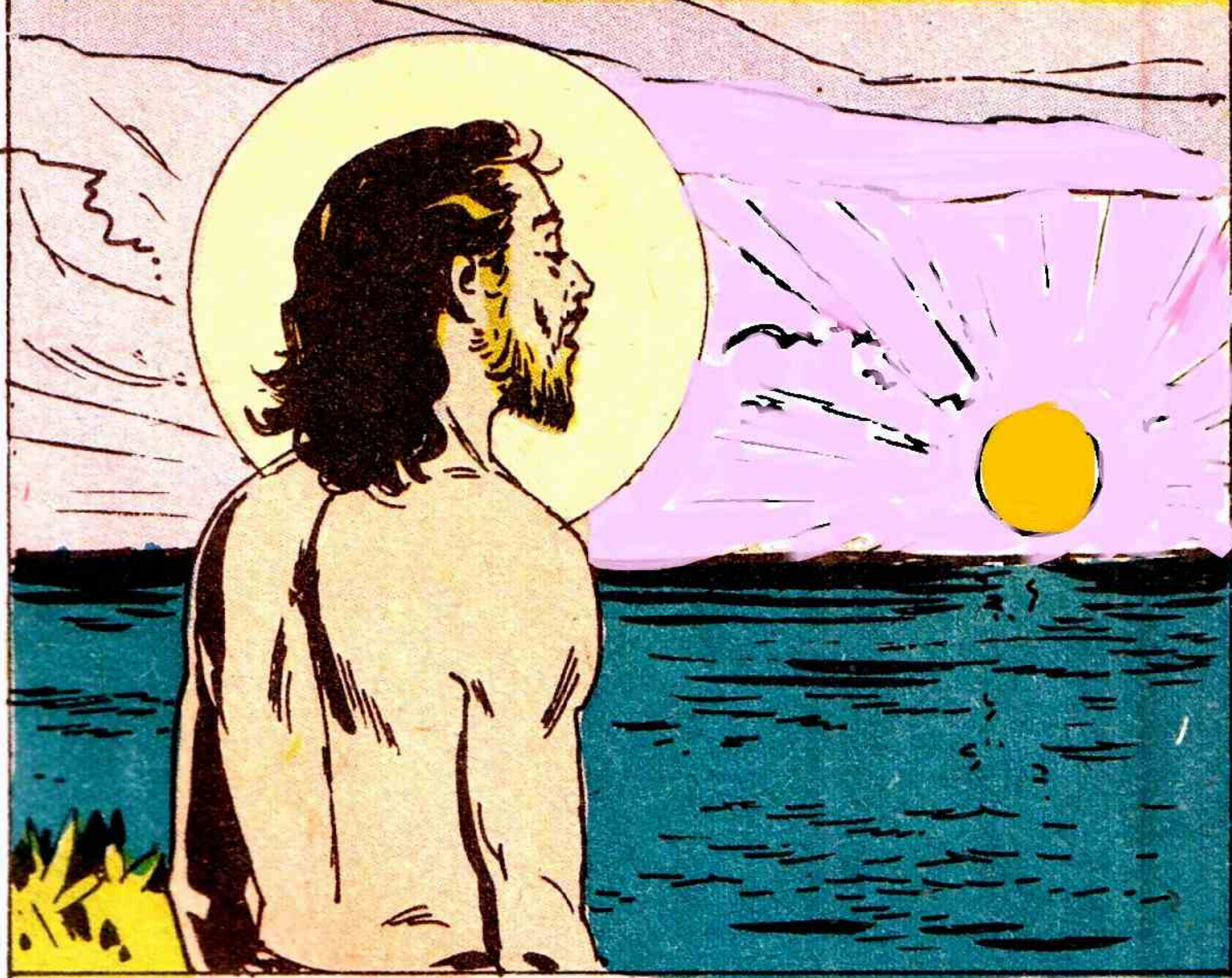
আমি জানি,  
একদিন এ পৃথিবী  
এ গান গাইবে।



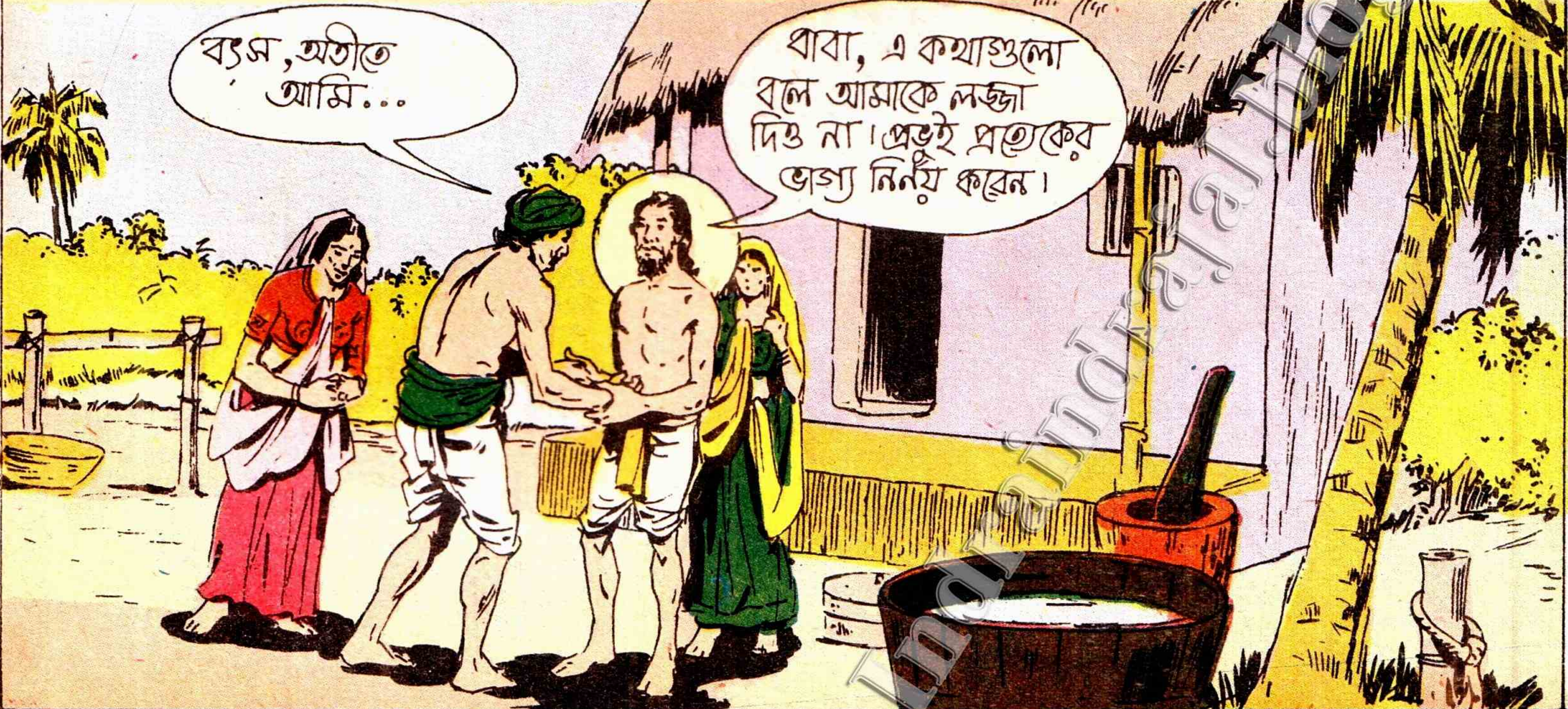
এবং ক্রমাগত রুবিদাসের ভগবৎ প্রেম বাড়তে লাগল...



... যতক্ষণ পর্যন্ত তৃষ্ণা না ছিল।



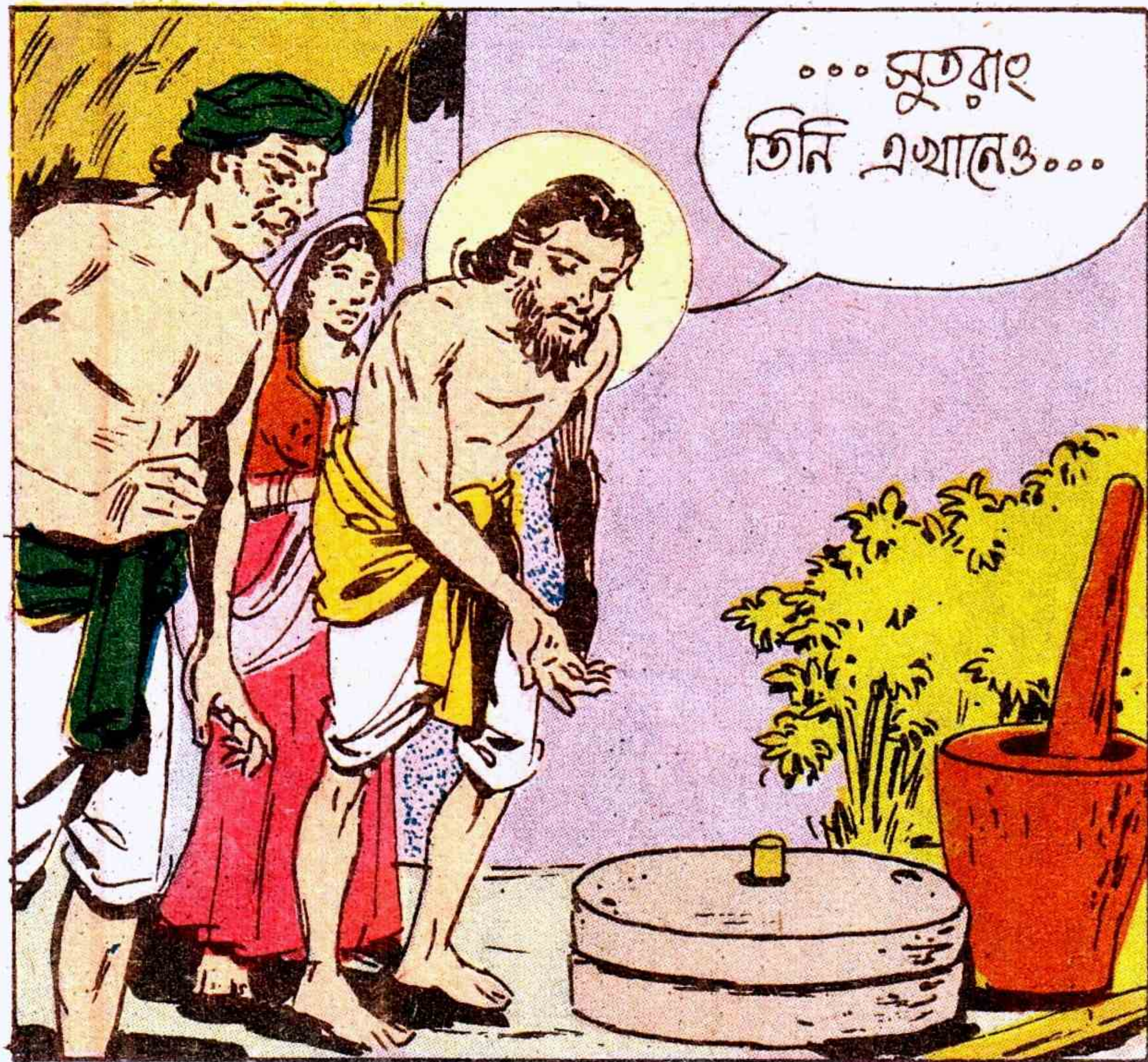
এবং কে প্রথম এটা লক্ষ্য করল, তারা কি রাঘব, কুম্বাদেবী এবং ভগবতী?



বয়স, অতীতে আমি...

ধাৰা, এ কথাগুলো বলে আমাকে লজ্জা দিও না। প্রভুই প্রত্যেকের ভাগ্য নির্ণয় করেন।





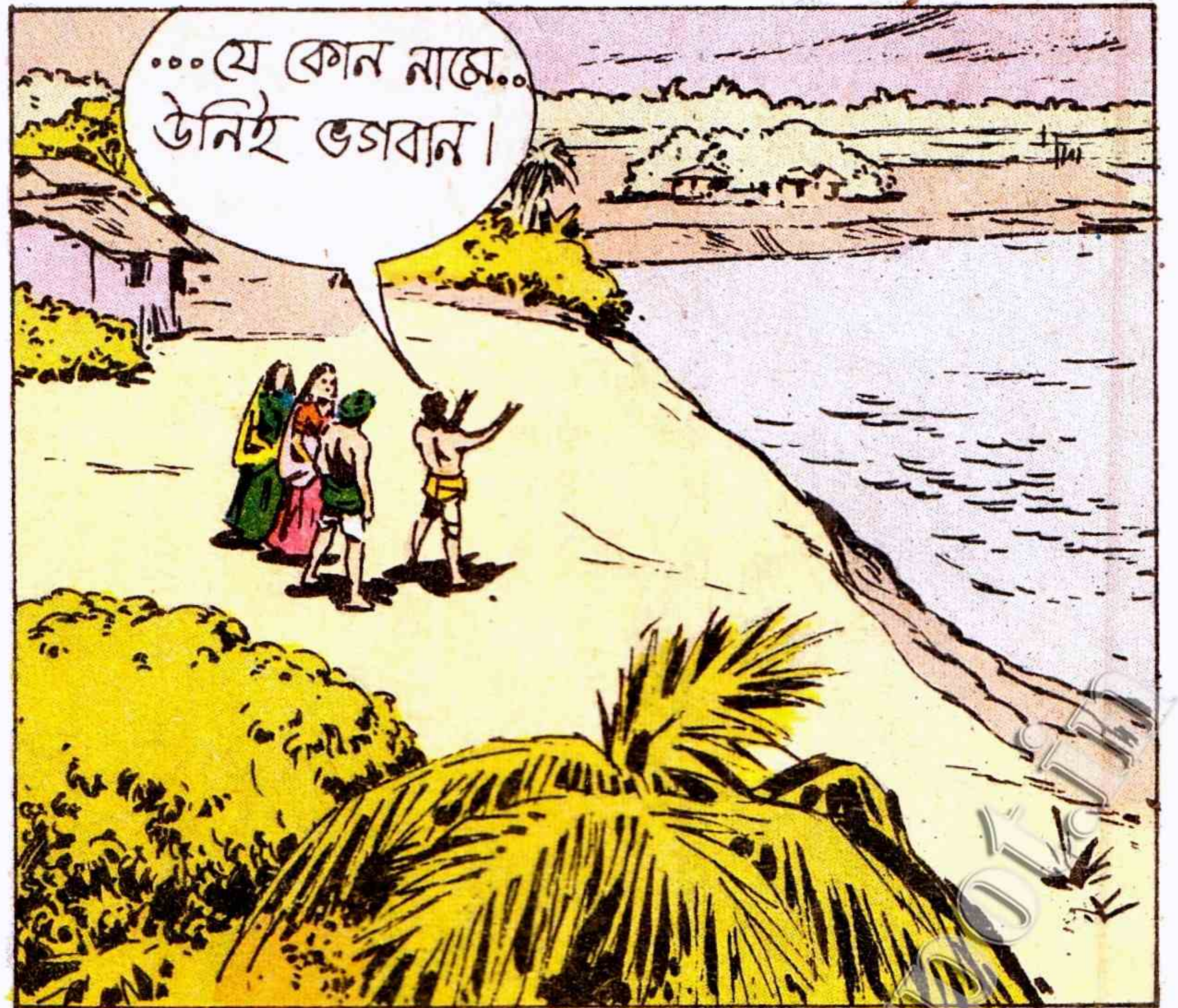




তিনিই সব, তিনিই  
সর্বস্বা। সুতরাং তাঁকে  
এভাবে ভাবা উচিত।



... আমি  
তাঁকে এ নামে...



...যে কোন নামে...  
উনিই ভগবান।

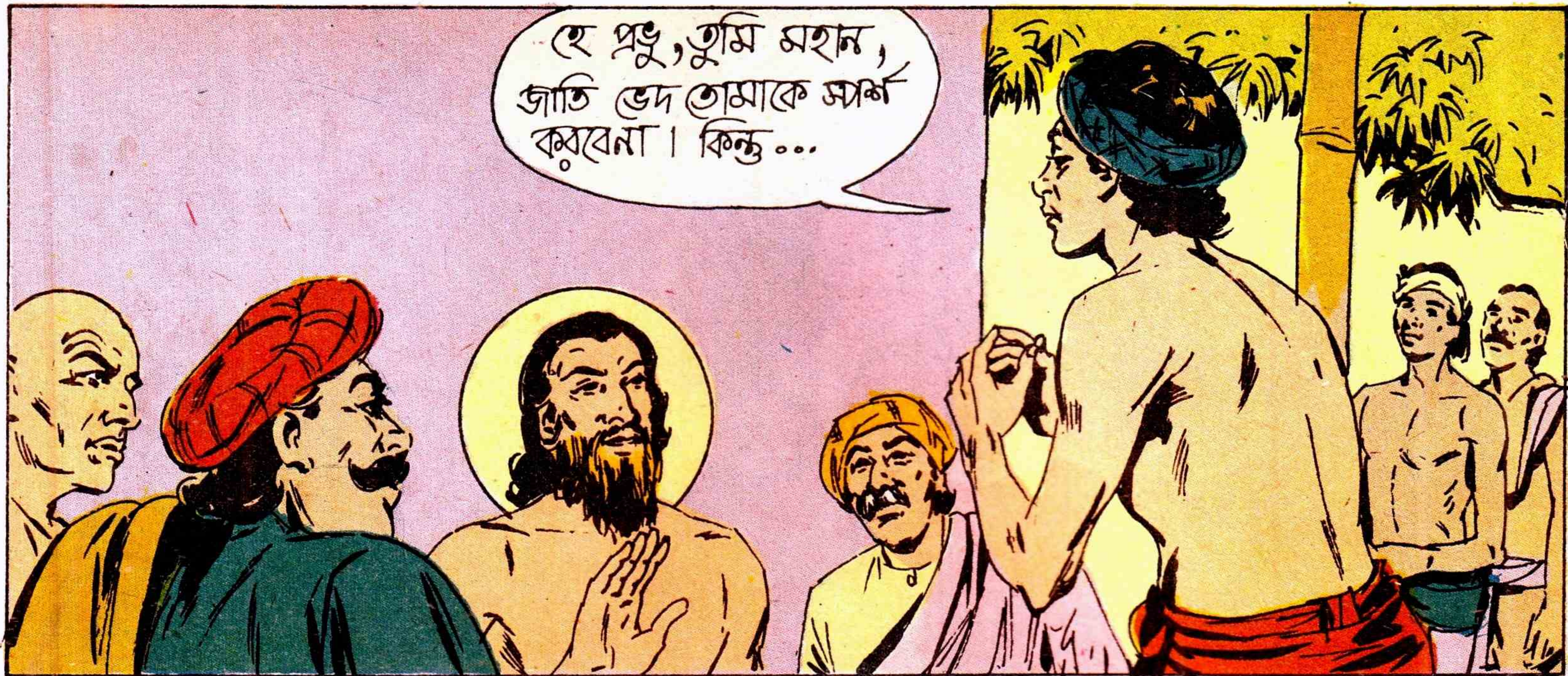
বিশ্বাসের খ্যাতি যতই বাড়তে লাগল বৃদ্ধ, যুবা জাতি ধর্ম নির্বিশেষে সবাই আসতে লাগল  
তাঁর উপদেশ নেবার জন্য।



নিজের কাজের জন্য লজ্জা পেয়ো না  
নিচু জাত ভেবে ভয় পেয়ো না। মাথা  
উঁচু করে কাজ কর ভগবান ছাড়া  
কাজের কাছে মাথা নত করো না।



হে প্রভু, তুমি মহান,  
জাতি ভেদ তোমাকে স্মারক  
করবেনা। কিন্তু...



আমাদের কি হবে?  
যারা তোমার কাছে  
দৌঁড়তে পারি না।



আমাদের পথ  
দেখাও। আমাদের  
নতুন পরিচয়  
দাও।

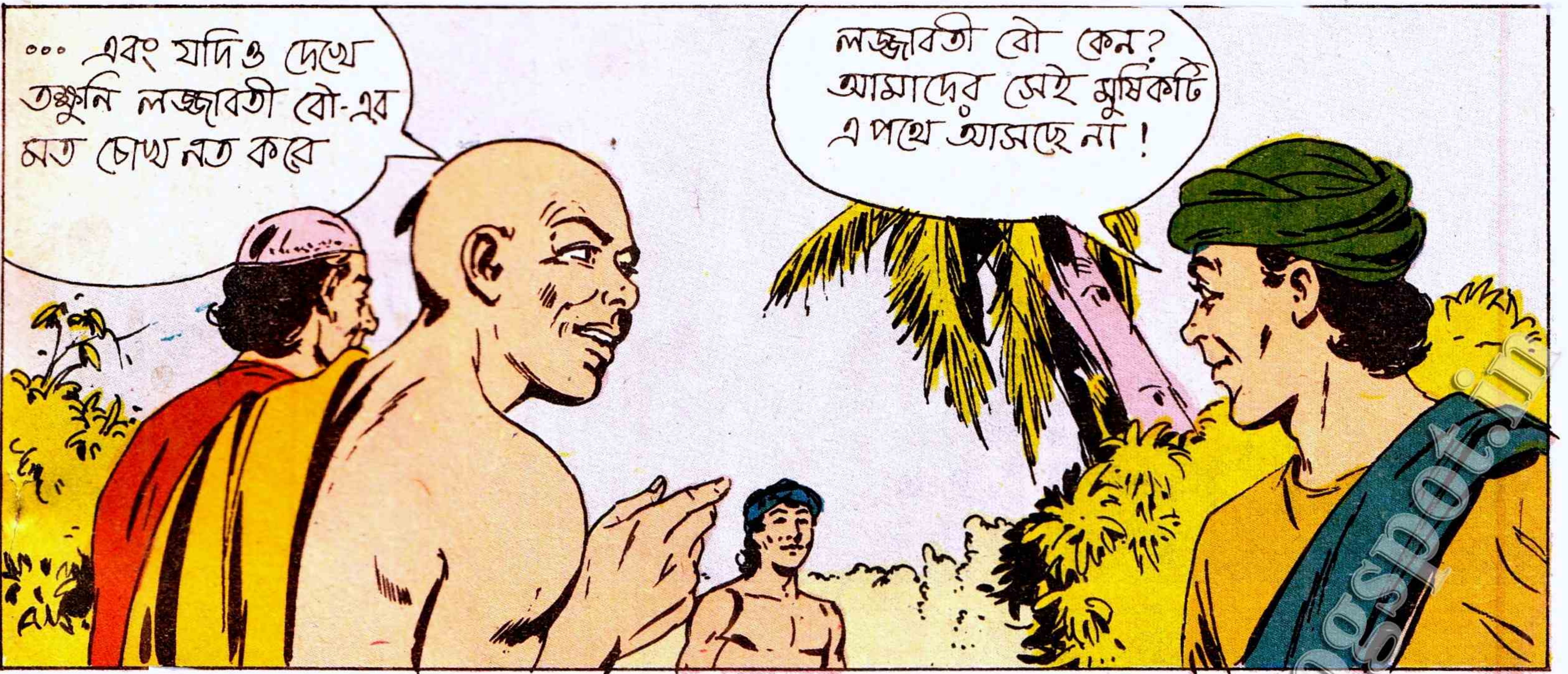
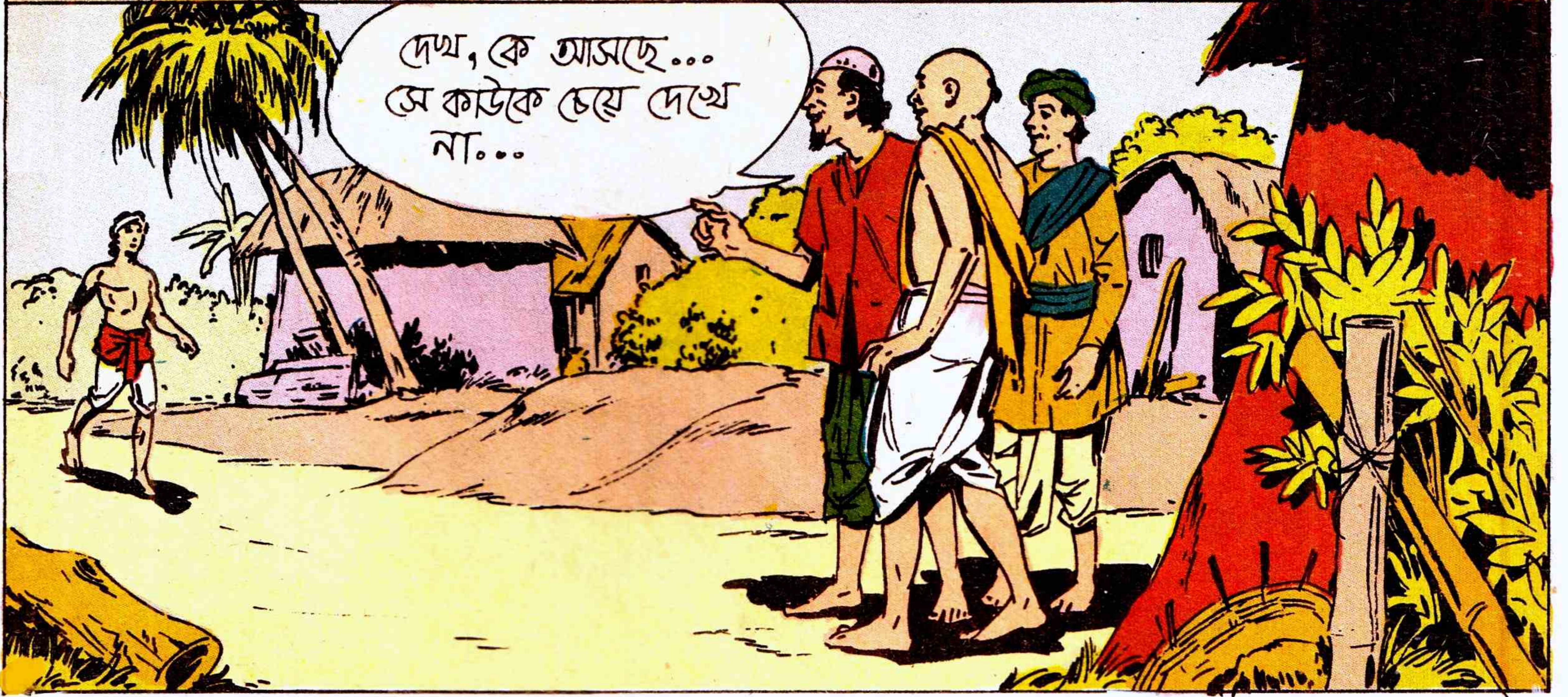


নতুন পরিচয়?  
আচ্ছা, তা আমি  
দেবো!



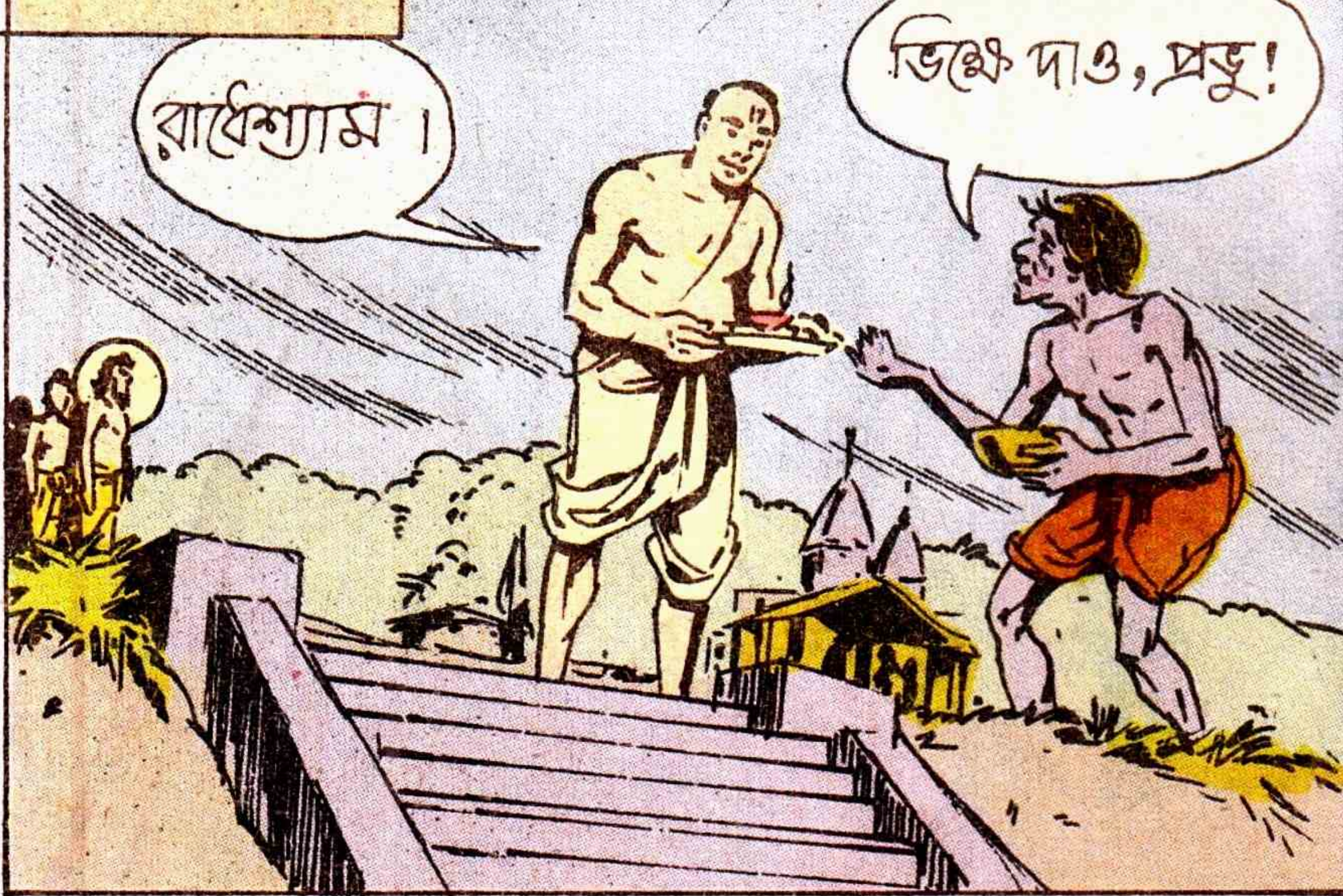


যখন যুবকটি মুনির কাছ থেকে ফিরল, সে প্রতি পদক্ষেপে কিহরন অনুভব করল।



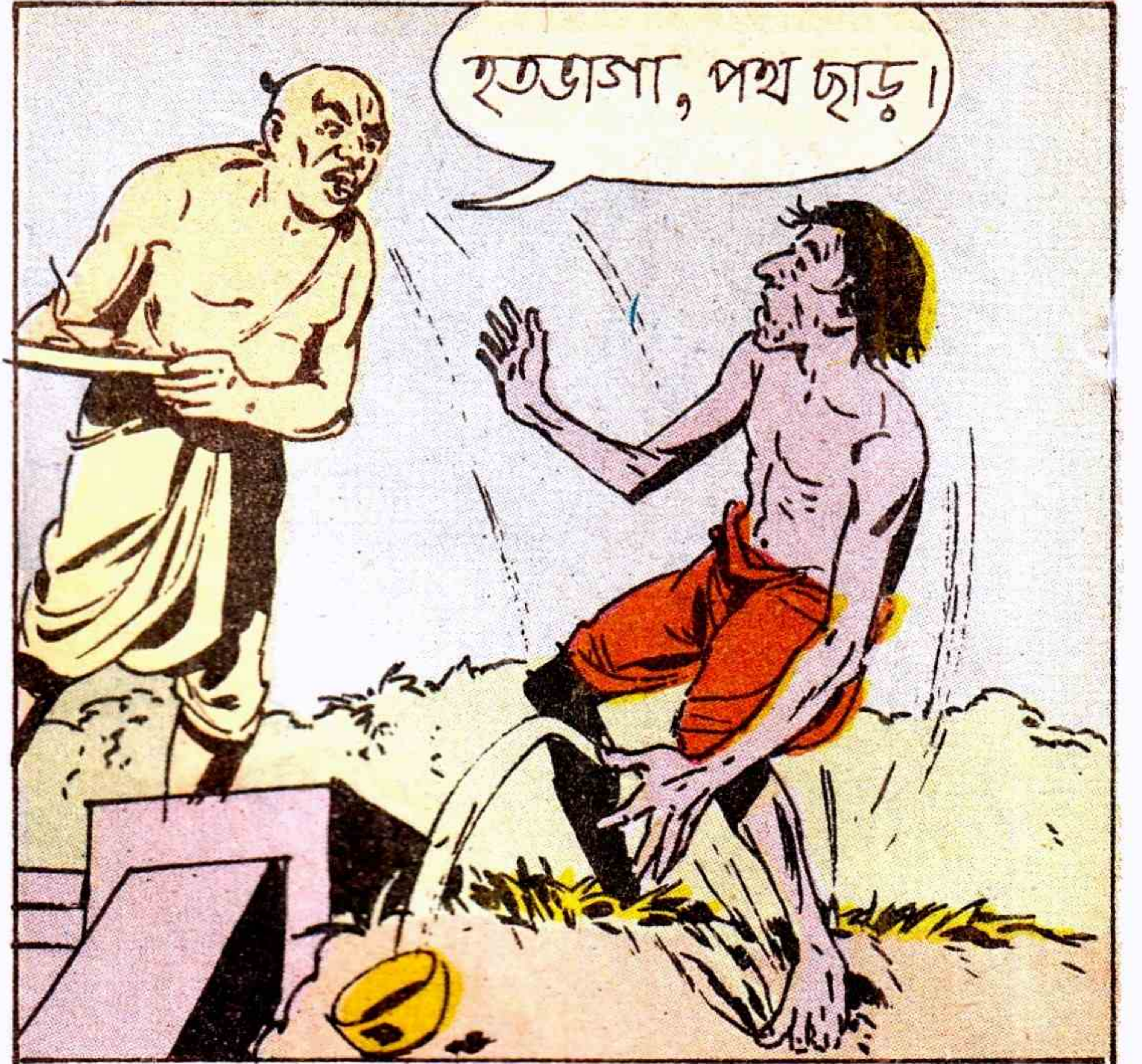


একদিন যখন গুরু ববিদাস ও তাঁর শিষ্যরা  
সন্ধ্যার তীরে হাঁটছিলেন—

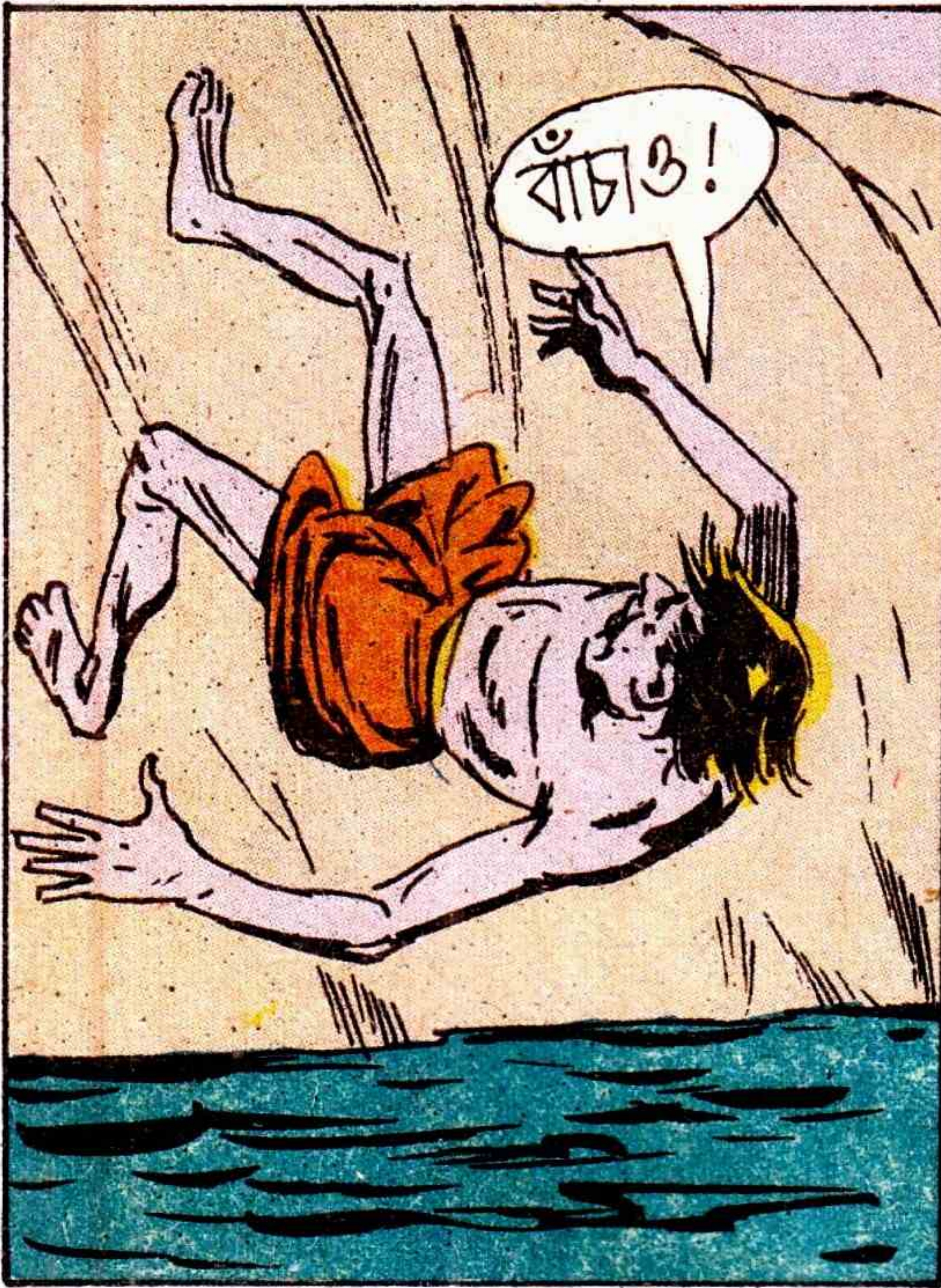


বার্ষিক্যাম ।

ভিক্ষে দাও, প্রভু!



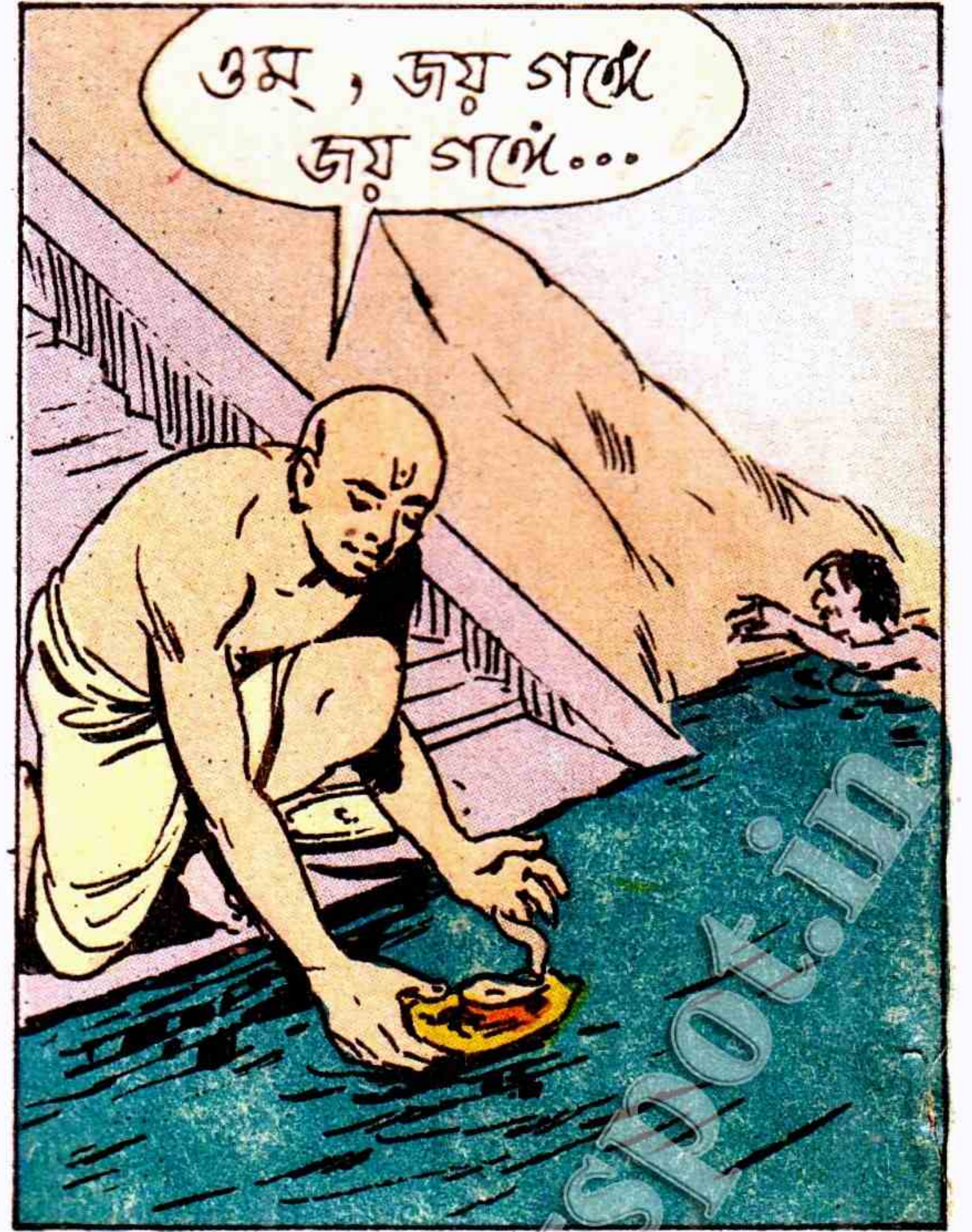
হতভঙ্গা, পথ ছাড়!



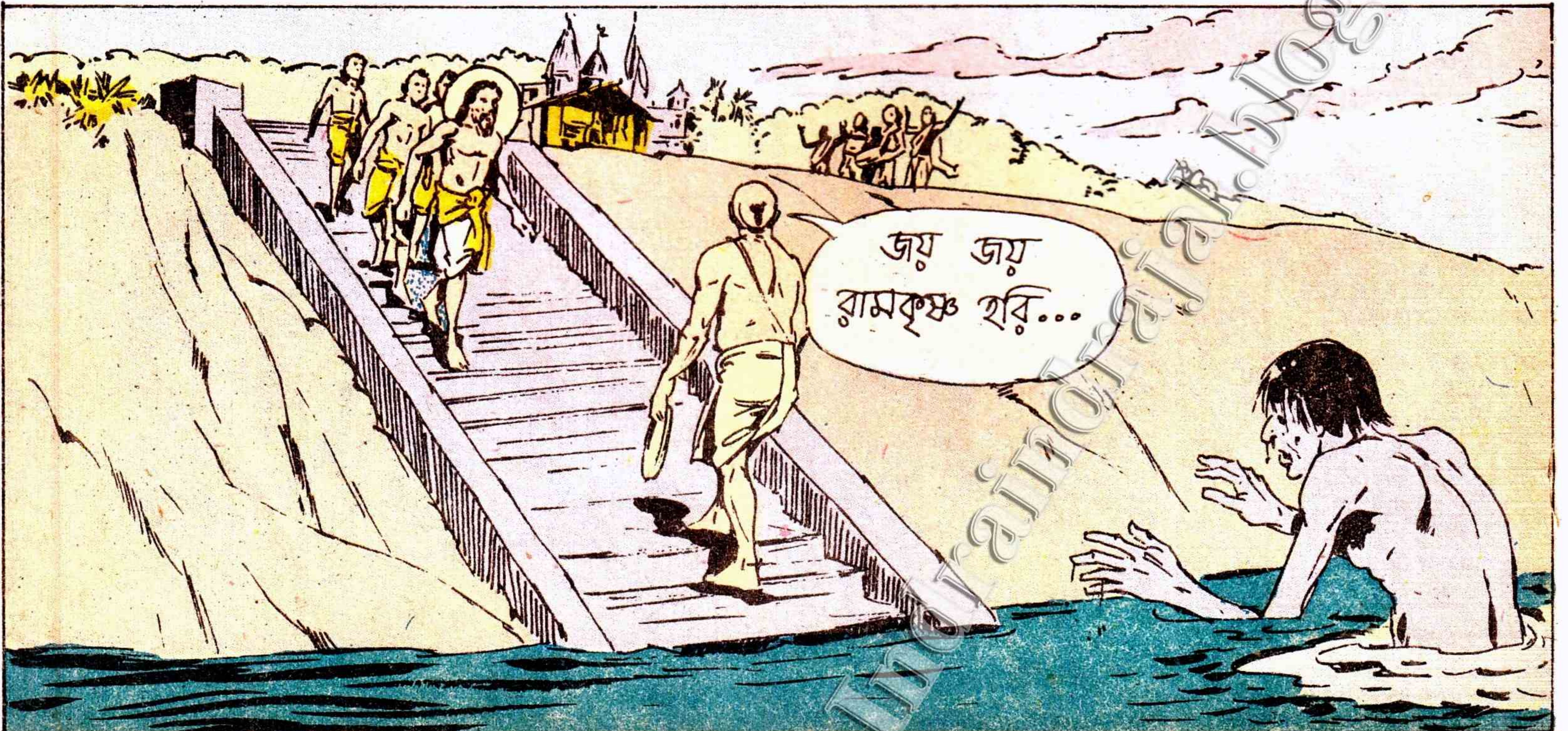
বাঁচাও!



.. দেখ্যে ধীমহি  
ধियो যো নঃ  
প্রভোদয়াৎ।\*



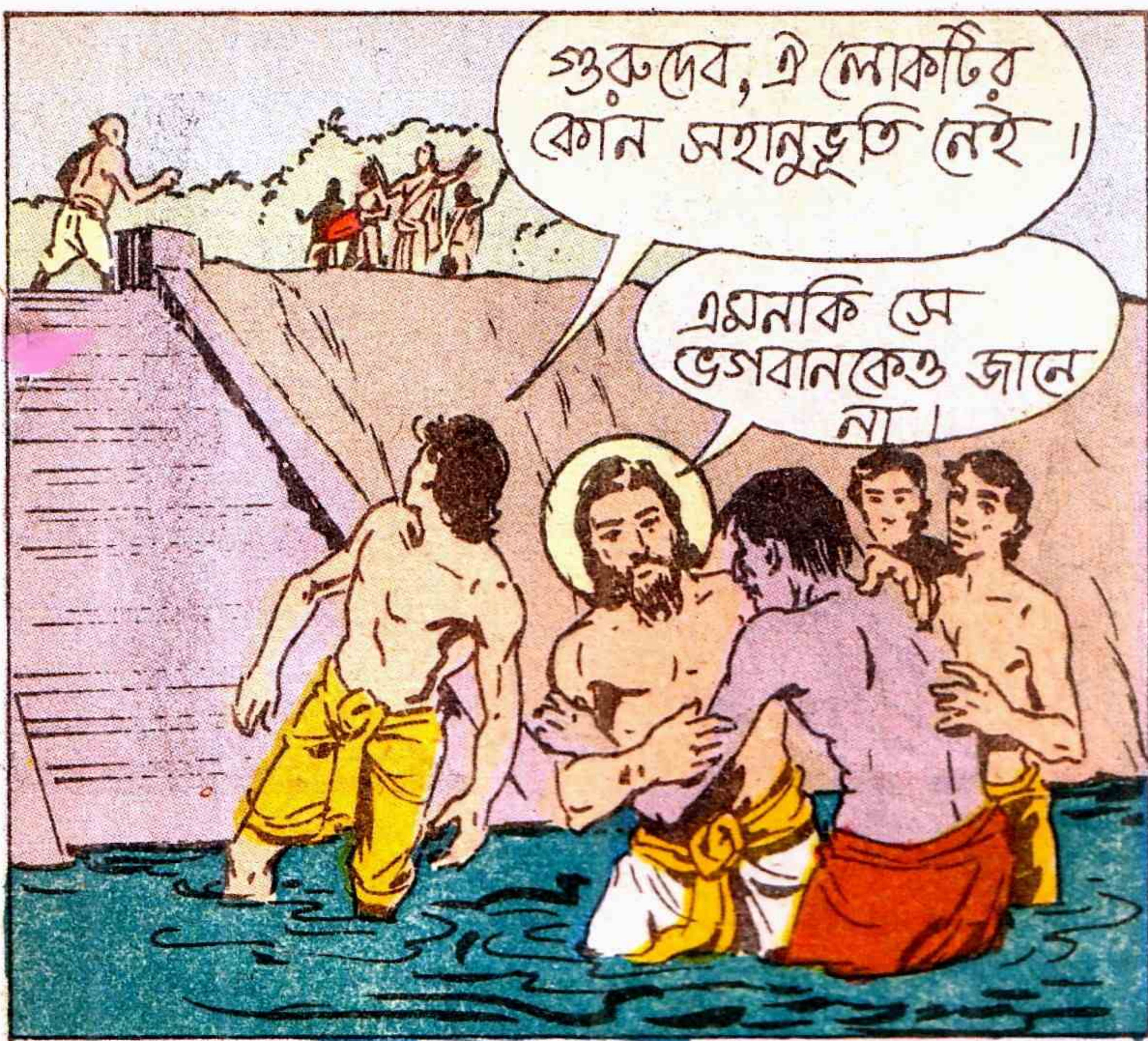
ওম্ , জয় গণ্ঠে  
জয় গণ্ঠে...



জয় জয়  
বামকৃষ্ণ শ্ববি...

\* গায়ত্রী মন্ত্র (স্বর্গ দেবতাকে শ্রদ্ধা)



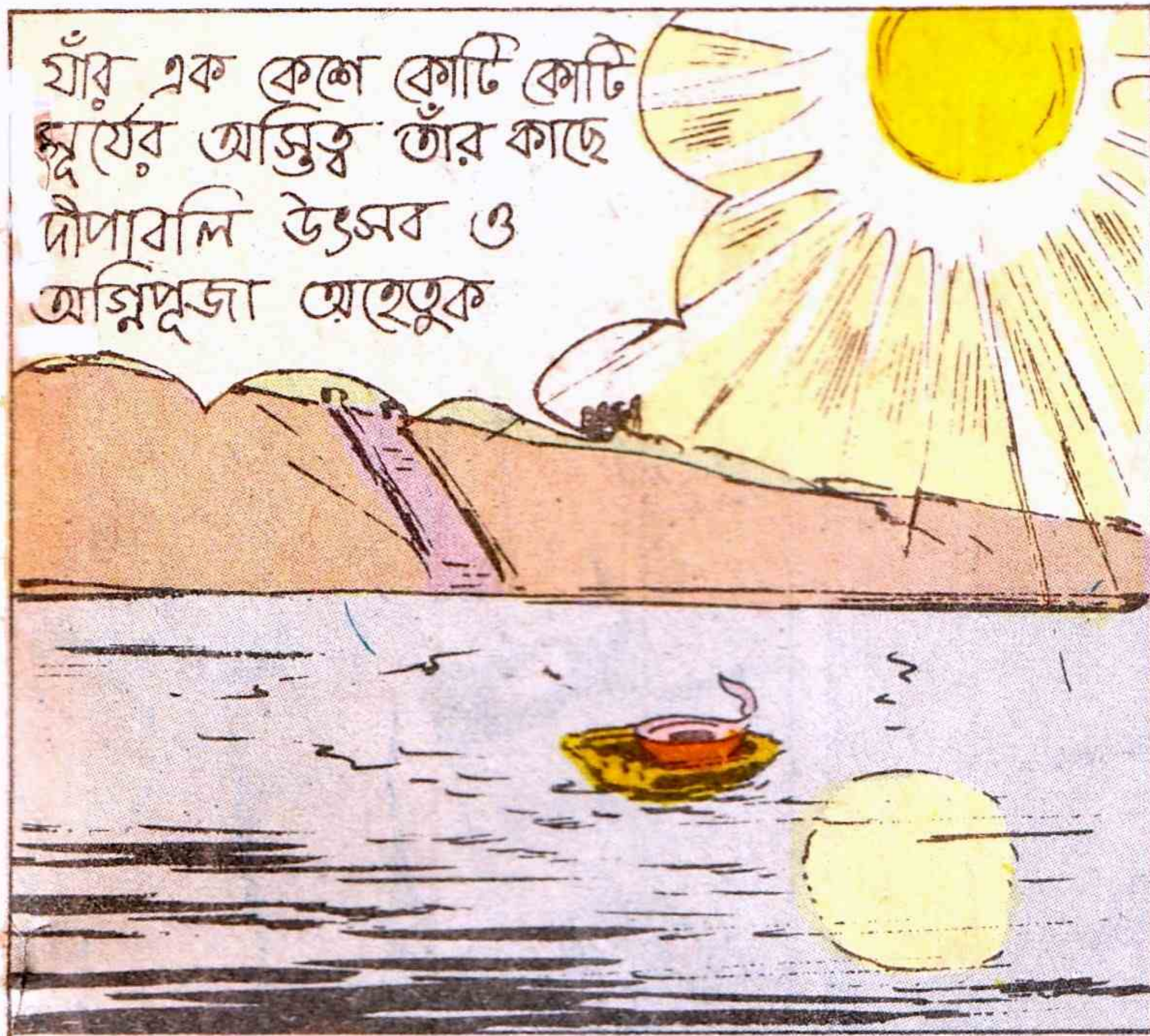


শুরুদেব, ঐ লোকটির কোন মহানুভূতি নেই।

এমনকি সে ভগবানকেও জানে না।



যদি ভগবানে অস্তিত্ব স্বীকার না করে তাহলে প্রার্থনা করা ধ্যান করা বৃথা।



যাঁর এক কেশে কোটি কোটি সূর্যের অস্তিত্ব তাঁর কাছে দীপাবলি উৎসব ও অগ্নিপূজা অহেতুক



... যদি আমরা অর্থাৎ ভুলবামতে না শিখি? তিনি নিশ্চয়ই আমাদের পূজাকে পছন্দ করবেন।



পরবর্তীকালে শুরু ববিদাসের শিষ্যের সংখ্যা বাড়তেই লাগল।

আমি তোমাকে ফুলের মালা দিয়ে বাঁধতে চাইনা, এমনকি তোমাকে স্নানিরও আটকে রাখতে চাই না। আমি পাতা ছিঁড়ি না। এমনকি মূর্তি পূজা করি না। আমি তোমাকে ধ্যান করি...  
... হে প্রভু...



ববিদ্যার মহত্বের কথা শুনে নানক, আর্থনা, জায়না, কবীর প্রভৃতি আধিকারী গুঁর জাণে দেখা করতে হলেন।

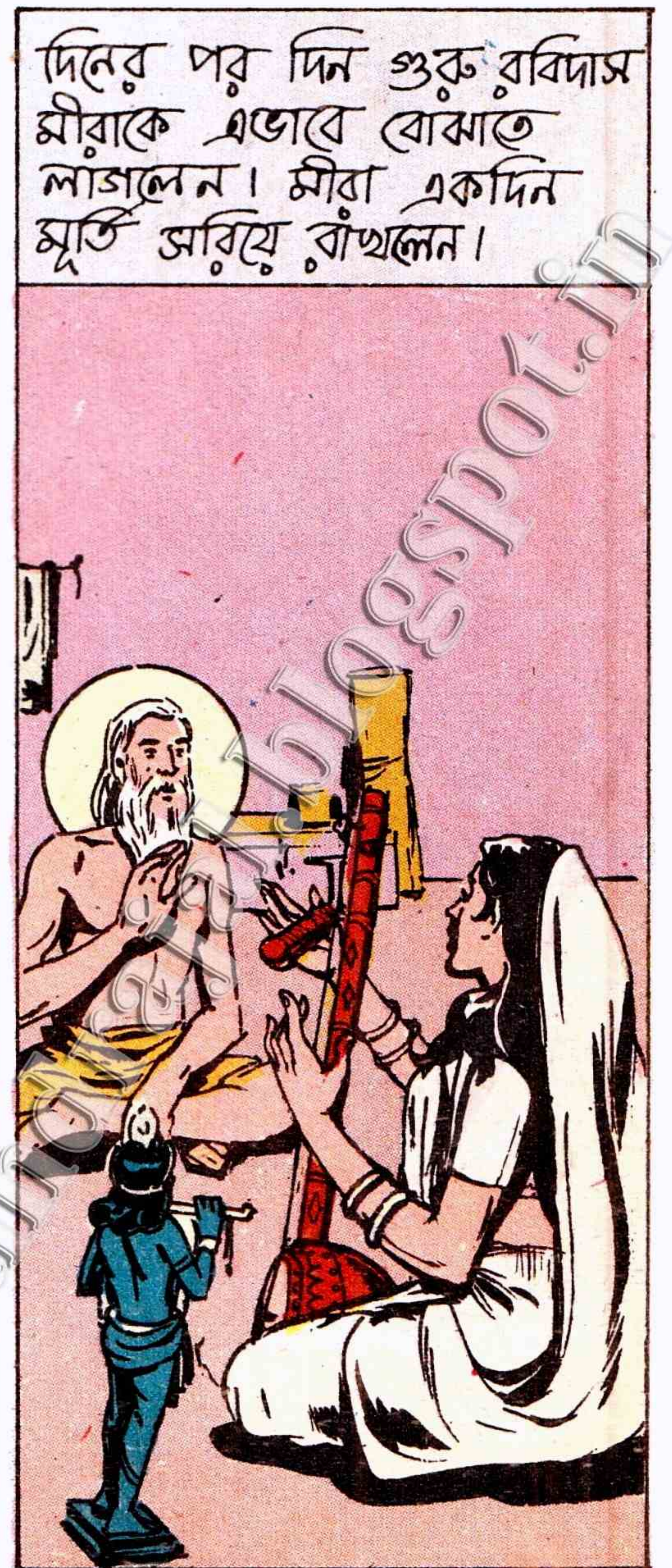


এক কালিৰ ৰাজা হুদেব সিং এবং দিল্লীৰ সিকন্দৰ লোধী শ্রদ্ধা নিবেদন কৰলেন।

একদিন দৰজায় ঢোকা পড়ল।



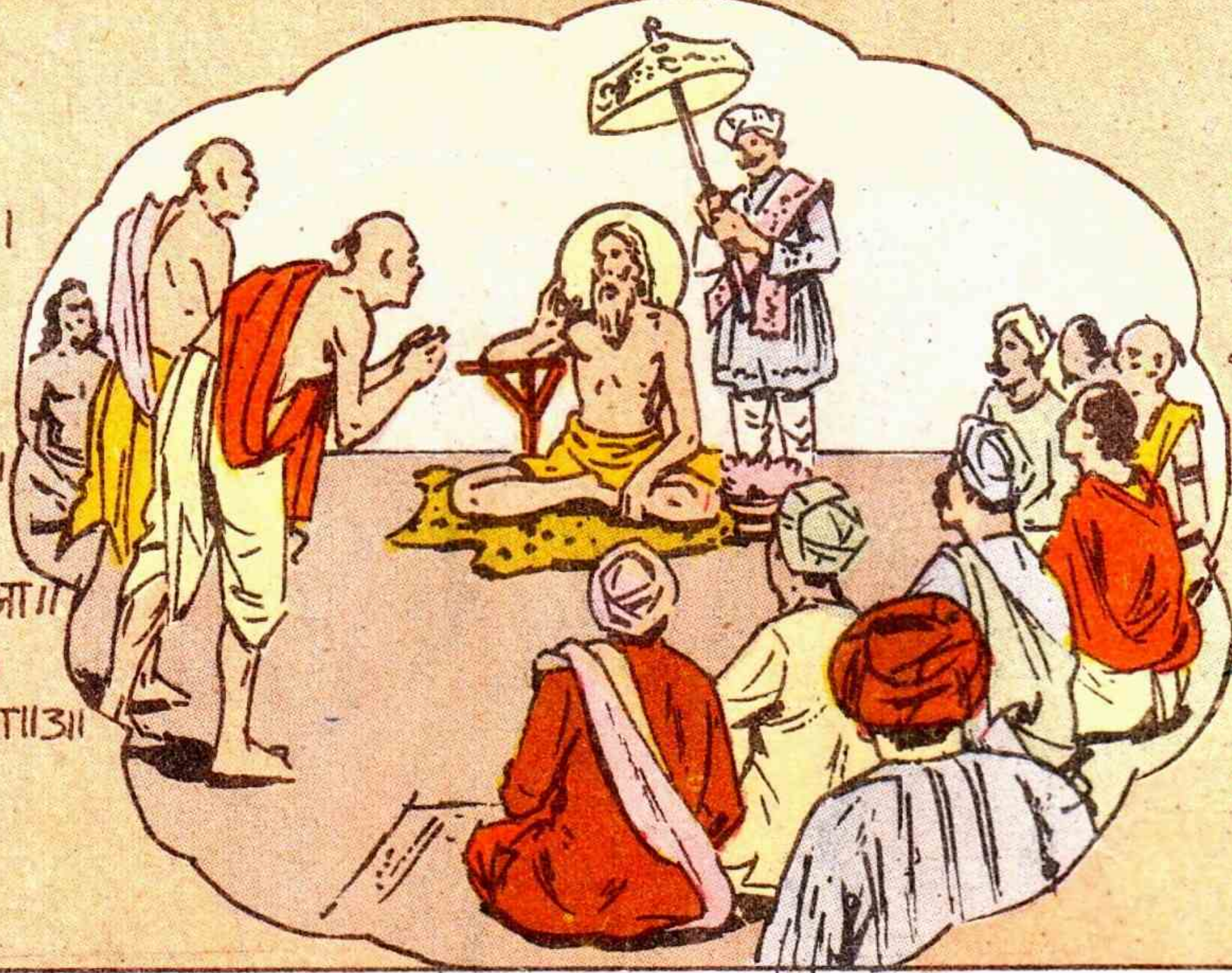






যাঁরা একদিন মুষ্টিব ছেলেকে ঘূর্ণাভরে প্রত্যাখ্যান করেছিল আজ তাঁর কাছে মাথা নত কবল

हरि हरि हरि हरि हरि हरि हरि हैर।  
हरि शिमरत जन  
गए निरसतरि करे ॥१॥  
हरि के नाम कबीर उजागर ॥  
जनम जनम के काटे कागर ॥३॥  
निमत नामदेउ दूधु पीआइआ ॥  
तउ जग जनम संकट नहीं आइआ ॥  
जग बविदास राम रंगि बाता ॥  
इउ गुरु परसादि नरक नहीं जाता ॥३॥



भाई रे राम कहों हैं मोहि बताओ  
सत्य राम ताके  
निकट न आओ ॥ टेक ॥  
राम कहत सब जगत मुलाना,  
सो यह राम न होई ।  
करम अकरम करुणामय केशव,  
कर्ता नांव सु कोई ॥ १ ॥  
जा रामहिं सब जग जानत,  
अरम मुलें रे भाई ।  
आप आप ते कोई न जानें,  
कहैं कौन सुं जाई ॥ २ ॥

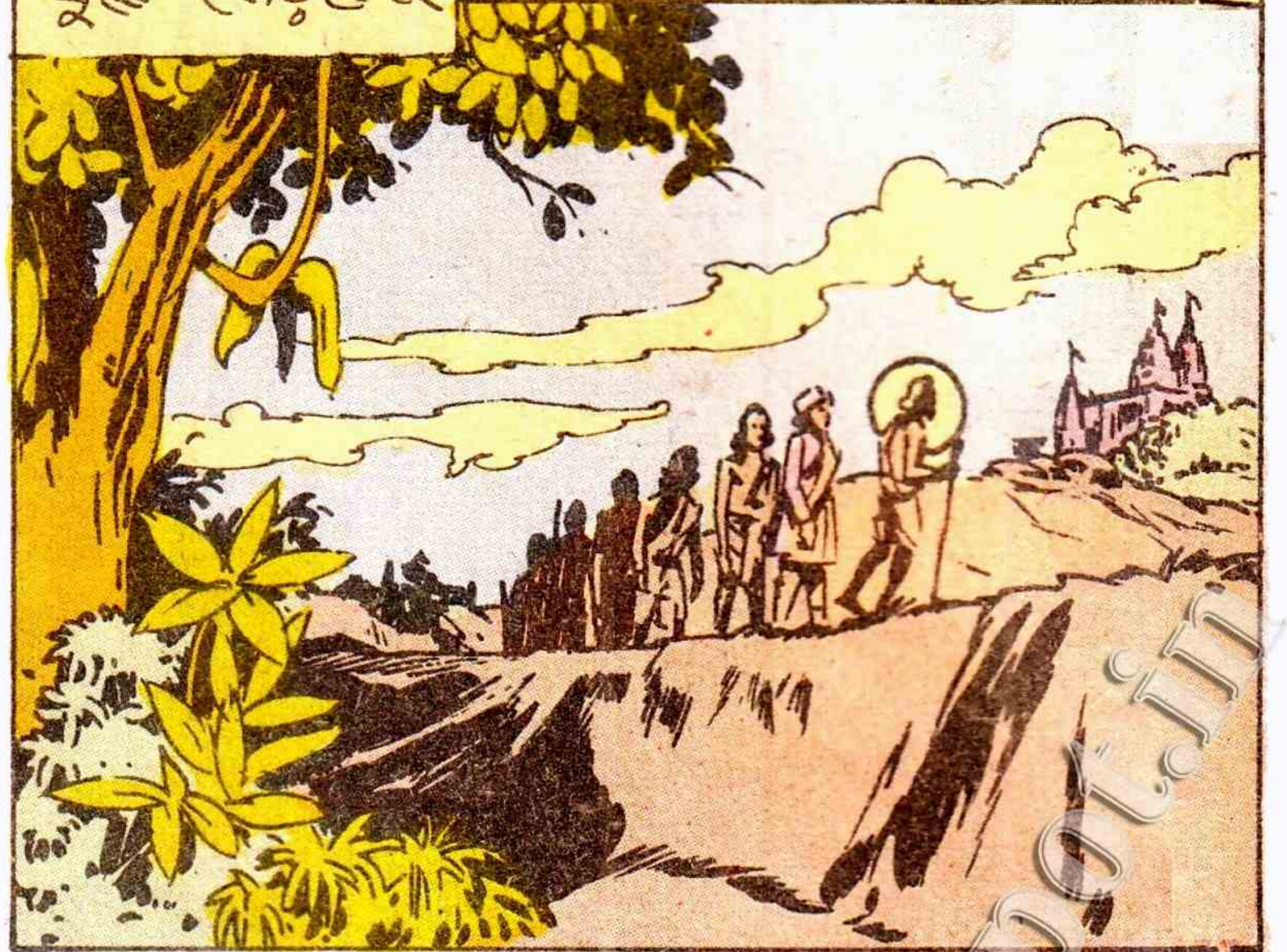
जीवनर ऋषि दिन पर्यन्त गुरु रविदास चामड़ा  
ও জুতোর কাজ করেছিলেন।

যাঁরা ভগবৎ শ্রেষ্ঠে  
নিমগ্ন, পৃথিবীর  
সব কিছুই তাঁদের  
কাছে  
নগণ্য।

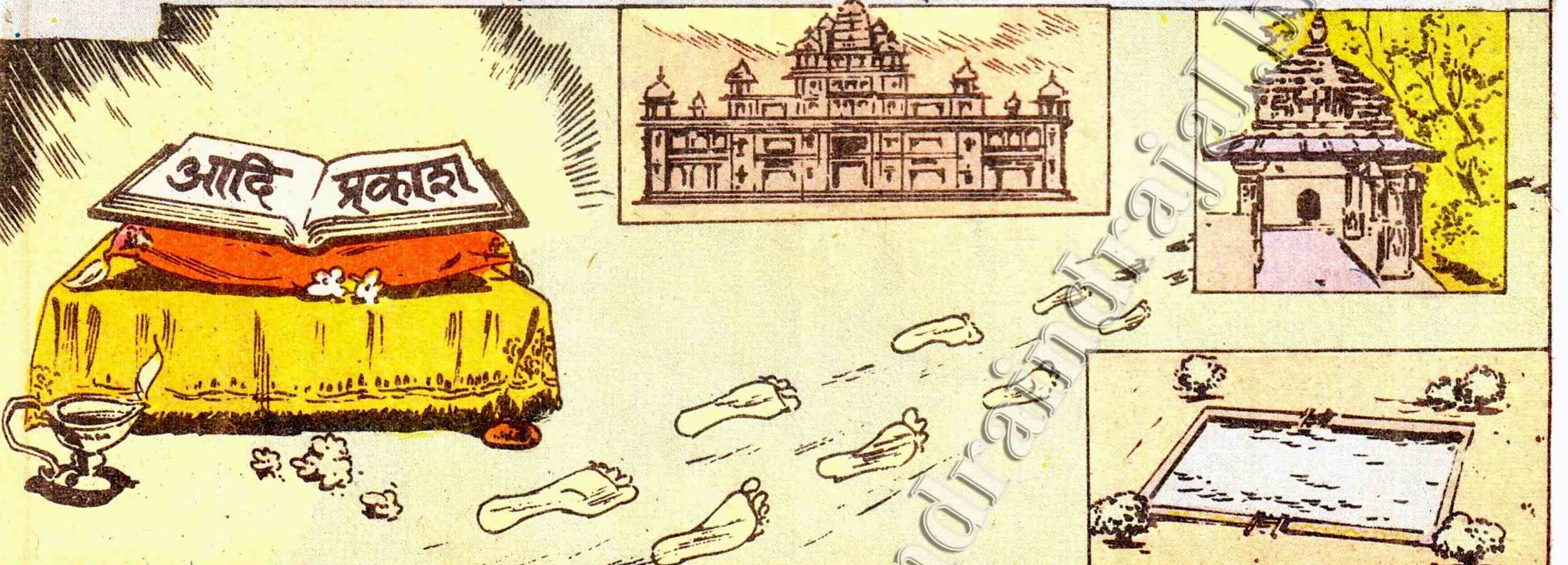
শ্রেষ্ঠ, আমি সুনিশ্চিত  
কোন একদিন আপনার  
বানী ধর্মগ্রন্থে জ্ঞান  
পাবে।



जीवनर ऋषि दिने गुरु रविदास तीर्थ तीर्थ  
घुरे बेड़ियेছেন।



গুরু রবিদাস চলে গেছেন কিন্তু রেখে গেছেন রবিদাসী সম্প্রদায়, যাঁরা তাঁর নাম ও বানী\*  
প্রচার করছেন। গুরুর ঋত ঋত উপদেশ "আদি প্রকাশ" ধর্মগ্রন্থে লিপিবদ্ধ আছে।  
এর মাধ্যমে তিনটি গির্জা ধর্মগ্রন্থ "গুরু গ্রন্থ সাহেব" এ জ্ঞান পেয়েছে।



জমায় উত্তর ভারত তাঁর নামে মন্দির, মসজিদ এবং আশ্রম নির্মিত হয়েছে।

\* গান (বানী অর্থাৎ সঙ্গ)



**NP**

# Dubbleyum

**PRESENTS**

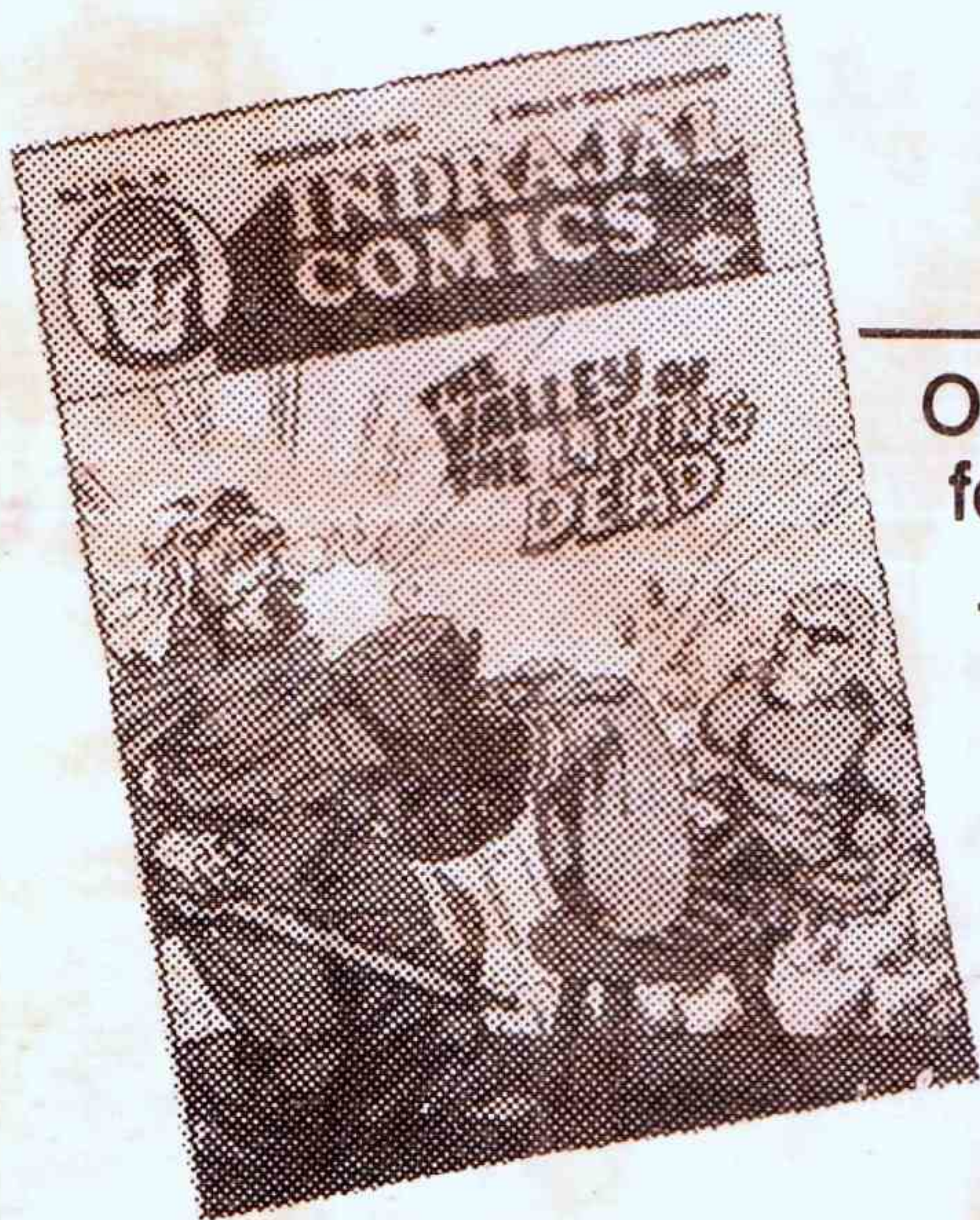
**A NEW WORLD OF LOVE & ADVENTURE  
OF FUN & FROLIC!**

Look for the **LUCKY COUPON** in

**NP**

**Dubbleyum  
Packet**

**COLLECT**



One latest comic book  
for **12** lucky coupons  
or  
The latest edition of  
Enid Blyton or  
Mills & Boon novel  
for **30** lucky  
coupons



**DOUBLE COLOURS  
DOUBLE FLAVOURS  
DOUBLE SIZE AND  
BIGGER BUBBLES**

**NP**  
**Dubble  
yum**  
SOFT & JUICY  
BUBBLE GUM



**The National  
Products  
BANGALORE-32**

**NOTHING CAN BEAT A NP BURST OF FROLIC**





# MICKEY MOUSE

AND HIS  
Disneyland®  
FRIENDS



© WALT DISNEY PRODUCTIONS USA



## BRINGS THEM TO INDIA TO BE YOUR FRIENDS



MICKEY MOUSE  
COLOURS



SNOW WHITE  
COLOUR SET

Welcome Bambino to your desk.  
Make Mickey Mouse your playmate.  
Go gay with Snow White.  
Enjoy the colour mastery of  
Ring Master. And  
Merlin's Magic trick colours.

MERLIN  
MAGIC TRICK  
COLOURS



RING MASTER  
COLOUR SET



BAMBINO  
COLOUR  
SET



# Luxor® Disneyland® Range of colour pens

